ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে

অনুবাদ
কাজী আছিফুজ্জামান





পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২২

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

E-mail : info.shoroborno@gmail.com

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

পরিবেশক :

মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক :

shoroborno onlineshop - rokomari.com - wafilife.com

মুদ্রণ : স্বরবর্ণ, ৭৯/বি, ফকিরাপুল, ঢাকা, ০১৪০৭০০৭১১১

মুদ্রিত মূল্য : ৯০/-

Palaben Na Chotoder Proshno Theke

By Dr. Abdullah Muhammad

Published by : Shoroborno

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক/সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।



পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে

মূল : ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

অনুবাদ : কাজী আছিফুজ্জামান

ভাষা সম্পাদনা : রেদওয়ান সামী

বানান সমন্বয় : মুনতাসির বিল্লাহ

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : উজ্জ্বল আহমেদ

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ



জ্ঞান হলো একটি ভান্ডার,
প্রশ্ন হলো সেই ভান্ডারের চাবি।
সুতরাং তোমরা প্রশ্ন করো।

- আলি ইবনে আবু তালেব



সূচিপত্র



অনুবাদকের কথা.....০৭

ভূমিকা ০৯

প্রথম অধ্যায়

পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে.....১২

শিশুরা দিনে কতটি প্রশ্ন করে?.....১৪

কেন শিশুরা প্রশ্ন করে?.....১৬

শিশুর প্রশ্নে মা-বাবা কেমন আচরণ করবে? ১৮

শিশুর প্রশ্নই তাকে সৃজনশীল করে তোলে!.....২০

তিনটি ধাপে আপনার শিশু জ্ঞানের জগতে পদার্পণ করবে.....২১

শিশুদের জটিল প্রশ্ন ও তার প্রকার ২৩

কীভাবে মুক্তি পাবেন শিশুর প্রশ্ন থেকে?.....২৬

যথোপযুক্ত উত্তর কীভাবে দেবেন?.....২৯

সাহসী মা-বাবার জন্য বিশেষ বার্তা ৩২

নবী-জীবন থেকে শিক্ষা ৩৩

আয়েশা রা. কীভাবে হয়েছিলেন এত জ্ঞানের অধিকারিণী? ৩৮

সন্তানদের জন্য অনুসরণীয় মা-বাবা হওয়া চাই.....৩৯

সন্তানের ভবিষ্যৎ যেন হয় পরিকল্পিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক.....৪০

এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকুন, যার উত্তর দিতে গিয়ে আপনি নিজেই বিপদে পড়ে যাবেন!.....৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুদের জটিল প্রশ্ন ও তার উত্তরের ভুবনে আপনাকে স্বাগতম!.....৪৩

পরিশিষ্ট ৬৪

অনুবাদকের কথা

আনন্দ-বেদনার অসংখ্য স্মৃতিতে পূর্ণ থাকে আমাদের শৈশব। কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে এসেও আমরা আমাদের শৈশবের স্মৃতিচারণ করি। শৈশব যদি সমৃদ্ধ হয় তাহলে শৈশবের স্মৃতিও মধুর ও বৈচিত্রময় হয়। শৈশব সমৃদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবা এবং অভিভাবকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সচেতনতায় আমরা সমৃদ্ধ একটি শৈশব পেতে পারি। পক্ষান্তরে তাদের পক্ষ থেকে অবহেলা, উদাসীনতা প্রকাশ পেলে আমাদের শৈশবের বিশেষ কোনো আবেদন থাকবে না। সুতরাং মা-বাবা ও অভিভাবকদের উচিত শিশুদের ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

এটি শিশুদের প্রশ্ন ও উত্তরবিষয়ক একটি অনুবাদ বই। মূল আরবি বইটির নাম, *দালিলুল হায়রান ফিল ইজাবাতি আন তাসাউলাতিস সিগার*। বইটির লেখক মিশরের প্রখ্যাত শিশুবিষয়ক গবেষক ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ। শিশু বিষয়ে তার রচনার সংখ্যা প্রায় ৫০টি। মিশর-সহ সমগ্র আরবে তিনি সমাদৃত। সমগ্র আরবে তার লেখার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শিশুদের বিষয়টি একটি সংবেদনশীল বিষয়। যে-কেউ এ বিষয়ে লিখতে পারেন না বা যে কারও লেখা এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্যও হয় না। তাই আমরা এই বিষয়ে গবেষক ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছি। যেহেতু লেখক একজন আরবীয়, তাই তার লেখায় আরবের পরিবেশ ও আরবের শিশুদের চরিত্রই ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আমরা বইটির হুবহু অনুবাদ না করে আমাদের দেশের পরিবেশ ও আমাদের দেশের শিশুদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সাধারণত আমাদের দেশের শিশুরা যে ধরনের প্রশ্ন করে থাকে আমরা সেই প্রশ্নগুলো ও সেগুলোর উত্তরকে প্রাধান্য দিয়েছি।

এটি আমার অনূদিত প্রথম প্রকাশিত বই। এই বইটি উৎসর্গ করলাম আমার স্নেহের ভাগনি মারইয়াম, মাইমুনা এবং তাদের মতো ছোট্ট শিশুদের—যারা শৈশবেই মা-বাবার বিচ্ছেদের বিভীষিকায় শৈশবের আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে।

আর কোনো দুঃখই যেন তাদের স্পর্শ না করে। আনন্দের বর্ণিল আকাশে তারা ডানা মেলুক সেই প্রত্যাশায়!

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী বইটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি, তারপরও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকের নিকট বিনীত নিবেদন থাকবে, কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে দেবো। ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এর উপকারকে ব্যাপক করে দেন এবং এর মাধ্যমে পরকালে আমার আমলনামা সমৃদ্ধ করে দেন। আমিন!

বিনীত
অনুবাদক
২০.০১.২০২২ খ্রি.



ভূমিকা

ছোটরা যখন আমাদেরকে জটিল কোনো প্রশ্ন করে, তখন আমরা নানান উপায়ে তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। যেমন : ছোটদের বকা দিয়ে বলি, চুপ করো, এত বেশি কথা বলো কেন? এটা কী, সেটা কী, বলতে বলতে মাথাটাই একেবারে খেয়ে ফেলেছ।

অথবা বলি, যখন বড় হবে তখন জানতে পারবে।

বা অন্য কারও কাছে পাঠিয়ে দিই। যেমন বলি, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করো।

কখনো কখনো প্রচণ্ডরকম বিরক্ত হয়ে বলে দিই, জানি না।

অথবা মনগড়া একটা উত্তর দিয়ে বলি, এজন্য এমন হয়।

কখনো-বা শিশুর মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তাকে বলি, আমার জন্য এক গ্লাস পানি আনো তো! বা তাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে যে কাজটা করতে বলেছিলাম তুমি কি সেটা করেছ?

শিশুর সঙ্গে এমন আচরণ করলে শিশু একপর্যায়ে প্রশ্ন করার সাহস হারিয়ে ফেলে। সে মনে করে, নীরবতাই বুঝি শ্রেয়। এতে হয়তো সাময়িক সময়ের জন্য আমরা একটু প্রশান্তি লাভ করি, কিন্তু এতে তাদের যে ক্ষতি আমরা করি তা অপূরণীয়। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করছি।

- শিশুর জানার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে মূর্খতা পেয়ে বসবে। এতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে। শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন থেকে সে পালিয়ে বেড়াবে।
- আমাদের থেকে কোনো কিছু শেখার ইচ্ছাই সে আর করবে না।
- মা-বাবা ছাড়া অন্য কাউকে তার প্রশ্নের জন্য নির্বাচন করবে।
- আমাদের প্রতি ছোটদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে।
- ছোটরা আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পাবে।

সুতরাং এখন আমাদের জানা উচিত,

ছোটরা কেন আমাদের কাছে প্রশ্ন করে?

ছোটদের জটিল ও বিরক্তিকর প্রশ্নের উত্তর দিলে কি তাদের উপকার হবে, না ক্ষতি হবে?

ছোটদের জটিল প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত?

ছোটদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কি বিশেষ কোনো পন্থা আছে, যা আমরা অনুসরণ করতে পারি?

ছোটদের ভেতর সৃজনশীল প্রশ্ন করার যোগ্যতা তৈরি হবে কীভাবে?

এই বইয়ে আমরা ছোটদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই বই পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন, শিশুরা কেন প্রশ্ন করে, শিশুদের প্রশ্নের ধরন কেমন, শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী পন্থা অবলম্বন করতেন, শিশুদের প্রশ্নের মধ্যে কী বিরাট জ্ঞানভান্ডার লুকিয়ে রয়েছে, শিশুদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত, শিশুদের প্রশ্নের উত্তর না দিলে সন্তান ও মা-বাবার সম্পর্কের মধ্যে কী বিরূপ প্রভাব পড়ে, যথোপযুক্ত উত্তর দেওয়া যায় কীভাবে। আমরা আশা করছি বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে আপনি বলবেন, আজ থেকে আমি আর পালাব না ছোটদের প্রশ্ন থেকে।

বইটিতে দুটি অধ্যায় রয়েছে। একটি অধ্যায়ে ছোটদের প্রশ্ন করার কারণ, তাদের প্রশ্নের ধরন এবং ছোটরা প্রশ্ন করলে আমাদের করণীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে। অপর অধ্যায়ে ৫০টি প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর রয়েছে। প্রশ্নগুলো সংগ্রহ করতে আমরা দীর্ঘ দুই বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। অভিভাবকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছি। অভিভাবকদের বলেছি, শিশুরা যে জটিল প্রশ্নগুলো করে সেগুলো লিখে আমাদের কাছে পাঠাতে। এভাবে আমাদের কাছে ২০০টি প্রশ্ন জমা হওয়ার পর সেখান থেকে নির্বাচিত প্রশ্নগুলোই এখানে উল্লেখ করেছি।

পরিশেষে এই প্রত্যাশা করি, যেন গবেষকগণ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণায় রত হন এবং এই বইটিকে কেন্দ্র করে তারা একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এর উপকারকে ব্যাপক করে দেন। আমিন।

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
সোমবার, ২১ সফর ১৪৩৮ হিজরি
২১ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

ছোটরা কেন প্রশ্ন করে,
তাদের প্রশ্ন কেমন হয়,
তাদের প্রশ্নে আমাদের করণীয় কী

পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে

শিশুরা আমাদের যখন জটিল কোনো প্রশ্ন করে তখন আমরা একধরনের সংকটে পড়ে যাই। যেকোনো উপায়ে এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। শিশুর প্রশ্নের বিষয় এড়িয়ে অন্য কোনো কথা বলে তার থেকে পালিয়ে যেতে চাই। ভেবে দেখুন তো, যদি তখন আপনার সন্তান আপনাকে জিজ্ঞাসা করে বসে, আপনি কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দেন না? তখন আপনি কী বলবেন? যদি শিশুদের প্রশ্নের উত্তর না দিই তাহলে অধিকাংশ শিশুই বুঝে ফেলে যে, আমরা তাদের এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তারা এটা প্রকাশ করে না। আমরা তাদের বোকা মনে করি, আমরা ভাবি যে, একটা কিছু বলে তাদের থেকে বেঁচে গেলাম। কিন্তু বাস্তবে তারা ততটা বোকা নয়। তারা খুব ভালোভাবেই আমাদের কৌশল বুঝে ফেলে। তখন তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা তাদের প্রশ্ন থেকে পালাচ্ছি।

সুতরাং সময় থাকতেই আমরা আপনাকে বলতে চাই, **পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে**।

আপনি কি প্রশ্নটি জটিল হওয়ার কারণে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন না? আপনি কি মনে করেন যে, এসব প্রশ্নে উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই? আপনি কি মনে করেন যে, এসব নিয়ে ভাবলে শুধু শুধু মাথাটা গরম হবে? আপনি কি মনে করেন, এটা প্রশ্ন করার সময় না? আপনি কি আসলেই প্রশ্নের উত্তরটি জানেন না? আপনি কি মনে করেন ছোটদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কি কথা বলা যায়? এটা তো বড়দের বিষয়! আপনি কি মনে করেন যে, শিশুরা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে? আপনি কি মনে করেন শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানে সময় নষ্ট করা? আপনি কি মনে করেন, শিশুর প্রশ্নের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে রয়েছে, সুতরাং তার প্রশ্ন নিয়ে পড়ে থাকার কোনো অর্থ নেই? আপনি কি মনে করেন শিশুর মা-ই শিশুর সব প্রশ্নের উত্তর দেবে? আপনি কি মনে করেন, শিশুকে এগুলো শেখানোর দায়িত্ব শুধু শিক্ষকের? আপনি যদি

শিশুর মতো হতেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর মা-বাবার কাছে না পেতেন, তাহলে আপনার কেমন লাগত? আপনি কি মনে করেন যে, আপনার শিশু অনেক বেশি কথা বলে, তাই তার কথার উত্তর না দিলে সে কম কথা বলবে?

ঠিক কী কারণে আপনি ছোটদের প্রশ্ন এড়িয়ে যান তা এখানে লিখে রাখতে পারেন!

সামনে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব। আশা করি এ আলোচনা পাঠের পর আপনার চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসবে, শিশুদের প্রতি আপনার মধ্যে এক নতুন মমত্ববোধ জন্ম নেবে। ফলে শিশুদের প্রশ্নে আপনি বিরক্ত বোধ করবেন না, তাদের প্রশ্ন থেকে আপনি আর পালিয়ে বেড়াবেন না।

১.....

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

৬. .....

৭. .....

৮. .....

৯. .....

১০. .....

শিশুরা দিনে কতটি প্রশ্ন করে?

শিশুরা যখন খুব বেশি কথা বলে এবং একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে তখন আমরা বিরক্ত হই, বকা দিই। তাকে বলি, তুমি যেন একটা এফএম রেডিয়ো। অনবরত সারা দিন রেডিয়োর মতো কথা বলতেই থাকো! থামার নাম নেই।

স্বাভাবিকভাবে একটি শিশু দিনে কতটি প্রশ্ন করে?

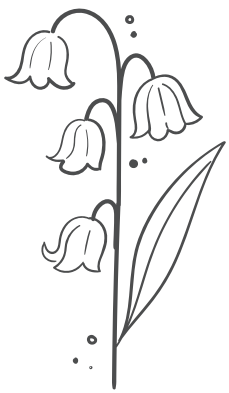
শিশুদের বয়স তিন বছর হলে তারা পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। আশপাশের দৃশ্য সম্পর্কে তাদের মনে নানানরকম প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা বিভিন্নভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। এটা এমন কেন? এটা কী? ওটার নাম কী? এটা লম্বা কেন? ওটা গোল কেন? ইত্যাদি।

এই বয়সের শিশুদের অধিকাংশ প্রশ্ন হয় 'কেন' শব্দ দিয়ে। এমনকি এই বয়সের শিশুরা একা একাও অনেক কথা বলে। খেলনার সঙ্গেও কথা বলে। শিশুবিষয়ক গবেষকগণ শিশুদের এই বয়সকে 'প্রশ্নকালীন বয়স' বলে অভিহিত করেছেন। এই বয়সের শিশুরা একপ্রকার চলমান প্রশ্নের মতো হয়ে থাকে। তারা অনবরত প্রশ্ন করতেই থাকে। তারা বলে, এটা কী? আপনি যদি বলেন এটা আপেল, তাহলে সে প্রশ্ন করবে এটা আপেল কেন? এভাবেই এক-দেড় বছর কেটে যায়। এরপর শিশুর বয়স যখন চার বা পাঁচ হয় তখন স্বাভাবিক পরিবেশে যে প্রশ্নগুলো সে করে থাকে তার অধিকাংশই হয় একেবারে সাধারণ। যেমন : এটা কী? পাখি ওড়ে কেন? আমরা জামা পরি কেন? আমরা কোথায় যাচ্ছি? ইঁদুর কী খায়? ইত্যাদি।

শিশুর বয়স যখন তিন থেকে ছয় বছরের মাঝামাঝি থাকে তখন শিশুদের অধিকাংশ প্রশ্ন হয়, এমন হয় না কেন, যদি এমন হতো তাহলে কী হতো, কখন হবে, কীভাবে হবে ইত্যাদি।

তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা যে প্রশ্নগুলো করে সেগুলোই হয়ে থাকে

শিশুর কথা শেখার এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং এই সময় শিশুরা যে প্রশ্নগুলো করে, গুরুত্বের সঙ্গে সেগুলোর উত্তর দেওয়া উচিত। তবে লক্ষ রাখতে হবে, উত্তরগুলো যেন তাড়াহুড়া করে না দেওয়া হয়; বরং এ সময় ধীরস্থিরতার পরিচয় দিতে হবে। শিশুরা যখন প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়, তখন তাদের প্রশ্ন করার পরিমাণ তুলনামূলক কমে যায়। কারণ তখন তাদের মধ্যে বুঝতে পারার শক্তি তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায়। তারা সেই প্রশ্নগুলোই আবার করতে থাকে যেগুলো তারা আরেকটু ছোট থাকতে করেছিল। কারণ এখন তারা বিষয়গুলো একটু গভীরভাবে বুঝতে চায়। নতুন কিছু জানতে চায়। শিশুরা তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত যে কথাগুলো বলে তার এক-চতুর্থাংশই প্রশ্ন হয়ে থাকে। হিসাব করলে দেখা যায় এই সময় শিশুরা স্বাভাবিকভাবে দিনে গড়ে প্রায় ৪০০টি প্রশ্ন করে।



কেন শিশুরা প্রশ্ন করে?

শিশুরা কয়েকটি কারণে প্রশ্ন করে :

- নতুন কোনো জিনিস দেখে সেটা সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করে।
- কোনো বিষয় না বোঝার কারণে প্রশ্ন করে।
- কোনো জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসার কারণে প্রশ্ন করে।
- কোনো কারণে ভীত বা শঙ্কিত হলে প্রশ্ন করে।

উল্লিখিত কারণ সম্পর্কে এখন আমরা একটু বিশদভাবে জানব।

প্রথম : এটা আমরা সবাই জানি যে, একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে কিছুই জানে না। কুরআনেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

তোমরা যখন পৃথিবীতে আসো তখন তোমরা কিছুই জানো না। [সুরা নাহল, ৭৮] ফলে সে নতুন কিছু দেখলে সেটা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তাই সে প্রশ্ন করে, এটা কী? ওটা কী? জানার আগ্রহ তাকে আল্লাহই দান করেছেন। সুতরাং শিশুদের এমন প্রশ্নে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং তাদের প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাহলে শিশুর মধ্যে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় : অনেক জিনিস আছে যেগুলো শিশুরা চেনে। যেমন : বিড়াল-কুকুর ইত্যাদি। এসব প্রাণী আমাদের চারপাশেই থাকে। শিশুরা এগুলোর নাম জানার পর তার ভেতর নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়। তারা জানতে চায়, বিড়াল-কুকুরও কি আমাদের মতো কান্না করে? এ সম্পর্কে সে বিস্তারিত জানতে চায়। শিশুর বয়স যখন তিন-চার বছর হয়, সে তখন এ ধরনের প্রশ্ন করে। এ ক্ষেত্রে শিশুদের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিলে তাদের মেধা বিকাশে সহায়ক হয়। তাই শিশুর প্রশ্ন করার ধরন ও কারণ অনুধাবন করা উচিত।

তৃতীয় : এ ক্ষেত্রে শিশুরা অন্যের ওপর নিজেকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য প্রশ্ন

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

ভালো বাবা কীভাবে হবেন?

অনুবাদ
কাজী আছিফুজ্জামান





ভালো বাবা কীভাবে হবেন?

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২২

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

E-mail : info.shoroborno@gmail.com

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

পরিবেশক :

মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক :

shoroborno onlineshop - rokomari.com - wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য : ১২০/-

Valo Baba Kivabe Hoben

By Dr. Abdullah Muhammad

Published by : Shoroborno

ISBN : 978-984-96318-8-0

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক/সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।



ভালো বাবা কীভাবে হবেন?

মূল : ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)
অনুবাদ : কাজী আছিফুজ্জামান
ভাষা সম্পাদনা : রেদওয়ান সামী
বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : উজ্জ্বল আহমেদ
সার্বিক সমন্বয় : মিশকাত আহমদ
প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....০৬
ভূমিকা.....০৭

প্রথম অধ্যায়
পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়.....১০
বাবার প্রতি ছেলের বিনীত নিবেদন.....১৪
হতেন যদি সন্তানের বন্ধু.....১৭
যেভাবে গড়বেন একটি পরিপাটি পরিবার.....২১
নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসুন নতুন করে.....২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়.....৩৪
বাবার প্রতি ছেলের বিনীত নিবেদন.....৩৮
হতেন যদি সন্তানের বন্ধু.....৪১
যেভাবে গড়বেন একটি পরিপাটি পরিবার.....৪৭
নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসুন নতুন করে.....৫১

তৃতীয় অধ্যায়
পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়.....৬০
বাবার প্রতি সন্তানের বিনীত নিবেদন.....৬৫
হতেন যদি সন্তানের বন্ধু.....৬৮
যেভাবে গড়বেন একটি পরিপাটি পরিবার.....৭২
নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসুন নতুন করে.....৭৭

চতুর্থ অধ্যায়
পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়.....৮২
বাবার প্রতি সন্তানের বিনীত নিবেদন.....৮৬
হতেন যদি সন্তানের বন্ধু.....৮৯
যেভাবে গড়বেন একটি পরিপাটি পরিবার.....৯৩
নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসুন নতুন করে.....৯৬
অনুগত সন্তান লাভের কিছু বাস্তব কর্মপন্থা.....১০১
পরিশিষ্ট.....১০৪

অনুবাদকের কথা

বাবা! কী মধুর ডাক! কী প্রাণজুড়ানো আহ্বান। ছোট্ট সন্তানের মুখে যখন কোনো বাবা এই ডাক শোনেন তখন তিনি শিহরিত হন। আন্দোলিত হন। সন্তান যখন আরেকটু বড় হয় তখন তার 'বাবা' ডাকে অন্যরকম একটি আবেদন যুক্ত হয়। কিছুক্ষণ পরপরই সন্তান 'বাবা...বাবা...' বলতে বলতে ছুটে আসে। দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

ভয় পেলেও বাবার কাছে ছুটে আসে, কোনো সাহসের কাজ করলেও বাবার কাছে ছুটে আসে বিজয়ীর বেশে, আনন্দের সময়ও বাবার কাছে ছুটে আসে, বেদনার সময়ও বাবার কাছে ছুটে আসে। সন্তানের এই মুহূর্তগুলো স্মৃতিময় হয়ে থাকবে যদি আমি আপনি ভালো বাবা হতে পারি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সন্তানের সঙ্গে আমার আপনার আচরণই আমাকে আপনাকে ভালো বাবা হতে সহায়তা করবে।

লেখক বইটিতে এই বিষয়টিই স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। বইটির অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের রুচি ও মেজাজের প্রতি লক্ষ রেখে হুবহু অনুবাদ করিনি। বরং এ ক্ষেত্রে আমরা বিষয়বস্তু ও মূল আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুবাদ করেছি। মূল আরবি বইটি কলেবরে খুব বেশি বড় না হলেও আলোচনাটি বেশ বিশ্লেষণধর্মী। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্লেষণের পরিবর্তে মূলকথাটি বলে দিতে চেয়েছি।

'ভালো বাবা' কেবলই দুটি শব্দ নয়; বরং চেতনা ও বিপ্লবের এক সমন্বিত রূপ। যে চেতনা লালন করে সমাজের বুকে আপনি নিজেকে একজন ভালো বাবা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। যে বিপ্লবকে সামনে রেখে পরবর্তী প্রজন্ম সামনে এগিয়ে যাবে দুর্বার গতিতে।

আমরা সাধ্যানুযায়ী বইটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারপরও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন, যদি কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে দেবো। ইনশাআল্লাহ!

বিনীত
অনুবাদক
১৫ মার্চ ২০২২ ইং



ভূমিকা

অনাড়ম্বর একটি দিনে খুবই স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করল একটি শিশু। আর ১০জন শিশুর মতো স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল তার শৈশবকাল। অন্য সবার মতো সেও সাধারণভাবেই লেখাপড়া শেষ করে সাধারণ একটি চাকরি পেল। কিছুদিন পর তার মতোই অপ্রসিদ্ধ, সাধারণ একটি মেয়েকে বিয়ে করল। কিছুদিন পর তার একটি ছেলে হলো। এর কিছুদিন পর লোকটির একটি কন্যাও হলো। দুজনেই তাদের বাবা-মায়ের মতোই সাধারণ। কোনো বৈচিত্র্য নেই তাদের জীবনে। পৃথিবীর অপরাপর ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। খুবই সাদামাটাভাবে অতিবাহিত হতে থাকল তাদের আড়ম্বরহীন জীবন।

এভাবেই একদিন লোকটি মারা গেল। মৃত্যুর পর তার সমাধিফলকে লেখা হলো, এখানে শুয়ে আছে সাধারণ জীবনযাপনকারী এক ব্যক্তি, যার জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, কোনো চিন্তা ও দর্শন নেই। পৃথিবীর অগ্রগতিতে নেই তার কোনো অবদান। কোনোরূপ সফলতা অর্জন করা ব্যতীতই কেটেছে তার জীবন।

শ্রদ্ধেয় বাবা! মৃত্যুর পর আপনার সমাধিফলকে লেখা হলো যে, 'মরহুম অমুক' অথবা, 'এখানে শুয়ে আছেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী বা সম্রাট অমুকের সম্মানিত পিতা', এই দুটি লেখার কোনটি আপনার ভালো লাগবে? নিশ্চয় দ্বিতীয়টি! হ্যাঁ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই তার সমাধিফলকে দ্বিতীয় লেখাটি কামনা করবে। কারণ দ্বিতীয় লেখাটি একজন বাবার জন্য গর্ব, গৌরব এবং পুণ্যের।

মৃত্যুর পরও যেন আপনার পুণ্যের ধারা অব্যাহত থাকে সে উদ্দেশ্যেই আমাদের এই আয়োজন। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে যা আপনাকে সহায়তা করবে।

বইটি আমরা সাজিয়েছি চারটি অধ্যায়ে। প্রতিটি অধ্যায় আমরা পাঁচটি অভিন্ন

প্রধান শিরোনামে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছি। আশা করি, আদর্শ বাবা হওয়ার ক্ষেত্রে এই আলোচনা আপনাকে পথ দেখাবে।

শ্রদ্ধেয় বাবা! একজন ভালো বাবা হতে হলে, বাবা হিসাবে সফলতা পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই সন্তান প্রতিপালনের ভুল অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সঠিক পন্থা প্রয়োগ এবং ভুল অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিকল্প নেই।

শ্রদ্ধেয় বাবা! আপনি যদি সন্তান প্রতিপালনের ভুল অভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে চান, সন্তানদের নিরাপদ জীবন কামনা করেন, তাদের উত্তম সাহচর্য প্রদান করতে চান, সন্তান প্রতিপালনে আদর্শ বাবা হতে চান, তাহলে আপনাকে কিছু উপকরণ বা মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে আমি প্রধান উপকরণ বা মাধ্যম মনে করি নিচে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতটিকে। একবার গভীর রাতে একজন নামাজে দাঁড়ালেন। পাশেই তার ছোট্ট শিশুটি ঘুমিয়ে ছিল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করছিলেন। আয়াতটির অর্থ, **তাদের দুজনের পিতা ছিলেন একজন সদ্‌ব্যক্তি**।

সৎ। সততা। হ্যাঁ, এই গুণটি সন্তান প্রতিপালনে এক জাদুকরি প্রভাব ফেলে। যে বাবা সৎ হবে শুধু তার সন্তান নয়, বরং তার পরবর্তী প্রজন্মও সকলপ্রকার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকবে। ইসলামধর্মের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের সুরা কাহাফে এমনই একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তো এটি (প্রাচীরটি) ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই এতিমের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল। তাদের পিতা ছিল একজন সৎলোক। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন, ছেলেদুটো প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক। [সুরা কাহাফ, ৮২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রাচীরের নিচের গুপ্তধন সেই সদ্‌ব্যক্তির পরবর্তী সপ্তম প্রজন্ম পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

শ্রদ্ধেয় বাবা! আসুন আমরা সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথেই আমাদের সন্তানকে গড়ে তুলি। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সচেতন হই।

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
মঙ্গলবার, ৮ রবিউস সানি ১৪২৩
১৯ জুন ২০০২ খ্রি.

প্রথম অধ্যায়

যার জীবন গঠনের চিন্তায় মগ্ন থেকে মা-বাবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, সে প্রকৃত এতিম নয়। বরং প্রকৃত এতিম ওই ব্যক্তি যার জীবন গঠনের জন্য তার মা-বাবা তাকে সময় দেয়নি।



পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়

শ্রদ্ধেয় বাবা! আমরা বিভিন্ন সময়ে নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। কারণ ব্যস্ততাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং আপনি যখন জরুরি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং বুঝতে পারেন যে, আপনার সন্তান আপনার কাছে আসতে চাইছে, খুব করে চাইছে আপনার স্নেহের পরশ। কিন্তু তাকে দেওয়ার মতো সময় তখন আপনার কাছে নেই। এমন পরিস্থিতিতে আপনি কী করবেন?

এ সময় আমি কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করব। যেন সে আমার ব্যাপারে বিরক্তও না হয়, উপরন্তু তার চাহিদাও পূরণ হয়ে যায়।

পন্থাগুলো যথাক্রমে :

এক. সন্তানের মাকে বলে দেবো, সে যেন সন্তানদের আরও বেশি সময় দেয়।

দুই. প্রতিদিন সকালে নাস্তার সময় বা অন্য যেকোনো সময় সন্তানদের সঙ্গে এক ঘণ্টা মতবিনিময় করব। তাদের সমস্যা সমাধান করব।

তিন. আমি আমার সময় কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেব। এর প্রধান অংশটুকু আমি ব্যয় করব আমার নিজের কাজে। বাকি যতটুকু সময় পারি আমি সন্তানদের দেওয়ার চেষ্টা করব। কেননা আমি মনে করি, সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব মা-বাবা দুজনেরই। কিন্তু আমি তো সারা দিন নানান জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকি।

শ্রদ্ধেয় বাবা! উল্লেখিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা আপনার তিনটি মত জানলাম। এখন আমরা এই তিনটি মত ব্যাখ্যা করে দেখব এগুলো কতটা বাস্তবসম্মত।

প্রথমত আপনি বলেছেন, সন্তানের মাকে বলে দেবেন, সে যেন সন্তানকে আরও বেশি সময় দেয়।

শ্রদ্ধেয় বাবা! আপনি একজন পুরুষ। স্বাভাবিকভাবেই আপনার অধিকাংশ

সময় কেটে যায় বাসার বাইরে। সেজন্য আপনাকে প্রস্তুতও থাকতে হয়। তবে আপনি যে বললেন, সন্তান প্রতিপালনের মূল দায়িত্ব মায়ের, এটা আপনার জীবনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। এ কারণেই আপনি সন্তানের মাকে ঘরে রেখে যান। আপনার অনুপস্থিতিতে যেন সে সন্তানদের দেখাশোনা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আপনি সন্তানদের ব্যাপারে এমন ধারণা রেখেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এদিকে সন্তানরা দিকনির্দেশনাদানকারী একজন বাবার অভাব নিয়েই বড় হতে থাকে। অন্যদিকে মা-ও সংসারের অন্য কাজের ব্যস্ততায় সন্তানদের সময় দিতে পারেন না। এই সুযোগে সন্তানরা দীর্ঘ সময় বাসার বাইরে কাটিয়ে দেয়। মা-বাবার দৃষ্টির আড়ালে থেকে। বাইরে তারা কী করে সে বিষয়ে মা-বাবার কোনো জানাশোনা থাকে না।

এভাবেই সন্তানদের শৈশব-কৈশোর পার হয়ে যায়। তাদের বয়স বাড়ে। মা-বাবার দেখভালের বাইরে থেকেই তারা পদার্পণ করে যৌবনে। আপনি তখন আর তাদের কিছু বলতে পারেন না। সংকোচবোধ করেন। বলি বলি করেও কিছু বলা হয় না। আপনি কালক্ষেপণ করতে থাকেন। একসময় পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আপনার আর কিছুই করার থাকে না।

বাবাদের এমন উদাসীনতার কারণে আমরা দেখতে পাই, আমাদের সমাজে বেড়ে উঠছে একটি উচ্ছৃঙ্খল প্রজন্ম, যাদের কথাবার্তায়, আচারব্যবহারে শিষ্টাচারের বড্ড অভাব। এরপরও কি আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবেন না? বিশ্বাস করুন, পৃথিবীতে আমরা যা-কিছু পেয়েছি সেগুলোর মধ্যে সন্তান অনেক মূল্যবান একটি সম্পদ। তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের অন্যতম কর্তব্য।

সুতরাং তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই সচেতন হোন। সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আচরণ করুন।

দ্বিতীয়ত আপনি বলেছেন, সকালের নাস্তা বা অন্য কোনো সময় সন্তানদের জন্য দিনে একঘণ্টা বরাদ্দ রাখবেন। এ সময় তাদের সমস্যার সমাধান করবেন।

অর্থাৎ আপনি মনে করছেন যে, প্রথমে সমস্যা সৃষ্টি হবে, তারপর আপনি তা সমাধান করবেন। সন্তানরা ভুল না করলে শিখবে কীভাবে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই যেন সন্তান তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে। সেজন্যই আপনি সন্তানদের সময় দেন না।

অথচ আপনি বুঝতেই পারছেন না যে, এমন ধারণা পোষণ করে ধীরে ধীরে আপনি সন্তানদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তাদের সময় না দেওয়ার কারণে পরিস্থিতি এমন হয় যে, সন্তানদের ব্যাপারে আপনি যা কখনো কল্পনাও করেননি ভবিষ্যতে সেটাই আপনাকে দেখতে হয়। অধিকাংশ বাবার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই পরিস্থিতির কোনো সমাধান তারা করতে পারে না। কারণ ততক্ষণে সময় অনেক গড়িয়ে গিয়েছে। সুতরাং সময় থাকতেই সন্তানের পেছনে সময় দিন। দিনে মাত্র একঘণ্টা নয়, বরং সন্তানদের গড়ে তুলতে দিনের উল্লেখযোগ্য একটি সময় তাদের দিন। তাহলেই তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ব্যাপক কল্যাণময় হবে।

তৃতীয়ত আপনি বলেছেন, সময়ের প্রধান অংশটুকু আপনি নিজের জন্য ব্যয় করবেন।

আপনি একজন কর্মব্যস্ত মানুষ। দিনরাত আপনার নানানরকম ব্যস্ততা থাকে। ভোর সকালে বেরিয়ে পড়েন কাজে। ফেরেন রাত গভীরে। তথাপি আপনার হৃদয়ে সন্তানদের প্রতি অপার স্নেহ-ভালোবাসা। আপনি তাদের খুব ভালোবাসেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর গুরুত্বও আপনি অনুধাবন করেন। কখনো কখনো তাদের সঙ্গে সময়ও কাটান। আপনার এই প্রচেষ্টায় সবসময় আপনি সফলও হন। আর এই সময়টায় সন্তানরা আপনার থেকে উপকৃতও হয়। আপনি তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাদের সঙ্গে জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করেন। একবার ভেবে দেখুন তো, আপনি যদি এমন করেন তাহলে কত আনন্দের হয় বিষয়টি! যদি একই সময়ে আপনি একজন সফল কর্মকর্তা এবং একজন সফল বাবা হতেন, তাহলে বিষয়টি কতই-না আনন্দের হতো!

শ্রদ্ধেয় বাবা! এখন আমরা আপনাকে বলব, কীভাবে কর্মক্ষেত্রে ও সন্তান প্রতিপালনে একজন সফল বাবা হবেন।

এক. আপনি যদি এমন কোনো কাজ করেন যেখানে সন্তানকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কর্মস্থলেই বাবা-সন্তান গল্প করবেন। এই সুযোগেই আপনি আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সন্তানকে বলবেন। সন্তানের কাছে বাবা তার দুঃখের কথাও বলবেন। এভাবেই আপনার ও সন্তানের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় হবে। এই সুযোগে সন্তানও আপনার সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাবে।

দুই. প্রতিদিন একবার হলেও পরিবারের সকলের সঙ্গে খাবারে

অংশগ্রহণ করবেন। ঘরে আপনার উপস্থিতি হতে হবে সরব। ঘরে এসে নীরবে বসে থাকবেন না, বরং সবাইকে নানাভাবে আনন্দিত করে তুলবেন। সবার খোঁজখবর নেবেন। কারও সঙ্গে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। কারও সঙ্গে বিবাদের অভিনয় করবেন এবং তাৎক্ষণিক সমাধানও করে ফেলবেন। খুব সামান্য সময় বাসায় উপস্থিত থাকলেও সবাইকে নিয়ে একটি আনন্দঘন মুহূর্ত উদ্‌যাপন করবেন।

তিন. অবসর সময় পরিবার ও সন্তানদের সঙ্গেই কাটাবেন। কাজের ফাঁকে যদি কখনো সুযোগ পান তাহলে ঘরে ফিরতে দ্বিধা করবেন না। এমন মনে করবেন না যে, এতটুকু অবসর পেলাম, একটু বিশ্রাম করে নিই, যেন পরবর্তী কাজে উদ্যম লাভ করতে পারি।

চার. যদি এমন কোনো কাজ করেন যে ক্ষেত্রে আপনাকে দীর্ঘ সময় গাড়ি চালাতে হয়, তাহলে সম্ভব হলে আপনার কোনো এক সন্তানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। যেমন আপনি মসজিদে যাওয়ার সময় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যান। পথে তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলবেন, গল্প করবেন।

পাঁচ. সাপ্তাহিক ছুটির দিন পরিবারের সঙ্গেই কাটাবেন। এই সুযোগ কখনোই হাতছাড়া করবেন না। একান্ত যদি কখনো কোনো জরুরি কাজ দেখা দেয় সেটা ভিন্ন কথা। সাপ্তাহিক ছুটিতে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বাহিরে কিছু সময় কাটাবেন, যেন তাদের মধ্যেও উদ্যম ফিরে আসে। এর মাধ্যমে সন্তানদেরকেও নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে এবং বিভিন্নভাবে তারা উপকৃতও হবে।

ছয়. ঘরে সন্তানদের সঙ্গে বসবেন। তারা আনন্দিত হয় এমন কিছু করে তাদেরকে আনন্দ দেবেন। বিভিন্ন গল্প বলে ছোটদের ঘুম পাড়িয়ে দেবেন।

সাত. সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আপনি অন্য এক মানুষ হয়ে যাবেন। সেদিন অন্য কোনো কাজই করবেন না। জরুরি না হলে ফোনেও কথা বলবেন না, বরং সম্পূর্ণ সময় সন্তানদের দিয়ে দেবেন। তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করবেন, তাদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবেন, তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবেন ইত্যাদি। সাপ্তাহিক ছুটির দিন সন্তানরা যা চাইবে সাধ্যানুযায়ী তাদের সেটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সারা সপ্তাহে ব্যস্ততার কারণে তাদেরকে যে-সময় দিতে পারেননি, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সেই অভাব পূরণে সহায়তা করুন।



বাবার প্রতি ছেলের বিনীত নিবেদন

প্রিয় বাবা!

আমাকে সভ্য-ভদ্র মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে আপনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেজন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার এই কষ্টের ঋণ আমি কখনোই শোধ করতে পারব না। সমাজে আমাকে একজন সভ্য মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আপনি চেয়েছেন, সকলপ্রকার অন্যায়-অনাচার থেকে যেন আমি দূরে থাকি। কিন্তু বাবা, আপনি ভুলে যাবেন না যে, আমিও একজন মানুষ। মানুষমাত্রই ভুল করে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ভুল আছে। আমরা কেউই ত্রুটিমুক্ত নই। তাহলে ধমক দেওয়া, বকা দেওয়া এবং লাঠি ব্যবহার করাই কেন সংশোধনের পথ হবে, বাবা? কোনো বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতাই কেন প্রধান মাধ্যম হবে, বাবা? বকা এবং ধমক ছাড়া আরও তো অনেকভাবে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রজ্ঞার দাবি হলো, কাউকে বকা বা ধমক দেওয়ার পূর্বে তার ভুলের কারণ খোঁজা। তারও তো কোনো ওজর থাকতে পারে, যে কারণে সে এই ভুলের শিকার হয়েছে!

প্রিয় বাবা! তাহলে কেন সংশোধনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পথে হাঁটতে হবে? কেন সর্বক্ষেত্রেই কঠোরতা ও ধমকের পথ বেছে নিতে হবে? আপনি তো স্নেহের কোমলতা দিয়েও আমাদের শাসন করতে পারেন। বলা হয়, যেখানে কোমলতা রয়েছে সেখানে রয়েছে সম্মান ও মর্যাদা। যেখান থেকে কোমলতা বিদায় নিয়েছে, সেখানেই রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান। বাবা, পরিবারের সবার সঙ্গে যদি আপনার সম্পর্ক কোমলতাপূর্ণ হতো, তাহলে পরিবার থাকত কল্যাণে সমৃদ্ধ। কিন্তু সবার সঙ্গে যদি শুধু কঠোরতাই করেন, তাহলে রাগ দমনের উপদেশ কার জন্য? যে রাগ দমনে সক্ষম হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবেন।

প্রিয় বাবা! আপনার প্রতি বিনীত নিবেদন, আপনি আমাদের প্রতি দয়া,

অনুগ্রহ, কোমলতা ও স্নেহ-ভালোবাসার হাত প্রসারিত করুন। আমাদের কামনা, আপনি আমাদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ করবেন, অতিরিক্ত কঠোরতা করবেন না।

প্রিয় বাবা! আপনার রক্তচক্ষুই আমাকে শাস্তি দেয়, আপনি যদি আমার সঙ্গে কথা না বলেন, তাহলে তা আমাকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে এবং আপনার ধমক আমাকে মুহূর্তেই সচেতন করে তোলে। তাহলে কেন আপনি সর্বশেষ পদক্ষেপ 'প্রহার' শুরুতেই বেছে নেন?

প্রিয় বাবা! আমি জানি, আমার প্রতি আপনার অবিরাম ভালোবাসা। এই মুহূর্তেও আমি আপনার ভালোবাসা অনুভব করছি। সুতরাং আপনার আদেশ মান্য করাই আমার শিরোধার্য। আপনার হৃদয় শীতলকারী সন্তান হওয়াই আমার লক্ষ্য। কিন্তু আপনার শাসনের লাঠি আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে, আমাদের উজ্জ্বল দিনগুলোকে ঘোলাটে বানিয়ে দিয়েছে। আপনার অতিরিক্ত কঠোরতা আমাদের মাঝে প্রাচীর তৈরি করে দিয়েছে।

সুতরাং প্রিয় বাবা! আপনি আমাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করুন! আমাদের সঙ্গে নম্রতা প্রদর্শন করুন! তাহলে আমরাও সর্বদা আপনার অনুগত পুত্র হয়ে থাকব। এরপরও যদি আমরা আপনার কথা না শুনি, তাহলে আমাদের জন্য কল্যাণের প্রার্থনা করুন।

ইতি

সার্বক্ষণিক আপনার হাতে প্রহৃত পুত্র

শ্রদ্ধেয় বাবা! আপনি এই চিঠিটা পড়ার পর নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, সন্তানের মধ্যে পিতার প্রতি কী পরিমাণ ক্ষোভ ও কষ্ট জমে আছে। এখন আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব, প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি নোট করবেন।

প্রশ্ন : যে এই চিঠি লিখেছে আপনি যদি তার স্থানে হতেন—

ক. তাহলে কি আপনি আপনার বাবার সাক্ষাৎ কামনা করতেন?

খ. আপনার বাবা বাসা থেকে কখনো বের হলে, তার ফিরে আসা কি কামনা করতেন?

গ. আপনার বাবাকে কি ভালো, দয়ালু ও আদর্শ পিতা মনে করতেন?

ঘ. আপনি বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কি আর ফিরে আসতে চাইতেন?

প্রশ্ন : যে বাবাকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠি লেখা হয়েছে আপনি যদি তার স্থানে হতেন, তাহলে—

ক. আপনি কি আপনার সন্তানদের আনন্দিত দেখতে পেতেন?

খ. আপনি কি বার্ধক্যে আপনার এই সন্তানদের থেকে আপনার সেবা কামনা করতে পারতেন?

গ. চিঠিটা পাঠ করার পর আপনি কী করার ইচ্ছা করেছেন?

ঘ. আপনার কঠোর আচরণের কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধান করবেন কীভাবে?

ঙ. আপনি যদি এই চিঠির উত্তর লেখেন তাহলে কী লিখবেন?



আপনার সন্তানকে কেন গল্প শোনাবেন?



ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

অনুবাদ : রেদওয়ান সামী

স্বরবর্ণ

প্রকাশন

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

"আপনার সন্তানকে কেন গল্প শোনাবেন?"

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ প্রকাশন
দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামি টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
E-mail : info.shoroborno@gmail.com । **Fb :** fb.com/shorobornopub

পরিবেশক :
মাকতাবাতুল হাসান
rokomari.com - wafilife.com

বানান সমন্বয় : মুনতাসির বিল্লাহ

মুদ্রিত মূল্য : ৫০/- মাত্র

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : মো. আখতারুজ্জামান

Apnar Sontanke Keno Golpo Shonaben
By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Shoroborno Prokashon
ISBN : 978-984-96788-1-6

সূচিপত্র

যেজন্য শিশুদের গল্প শোনানো

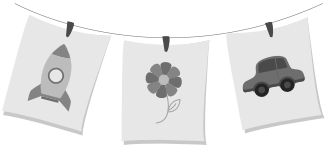
শুধু গল্পের খাতিরে নয়;
শিশুকে গল্প শোনান তারই বিকাশের স্বার্থে..... ৭
আমরাই শিশুদের সকল খুশির কেন্দ্রবিন্দু.....৯
এক মায়ের শৈশব.....১০
এক বাবার শৈশব ১১
জনৈক ডাক্তার.....১২
গল্প শিশুদের প্রাণবন্ত রাখে.....১৩
শৈশবের গল্প তৈরি করে শিশুর জীবনবোধ.....১৪

কখন শোনাবেন গল্প?

একটি উপযুক্ত সময় ১৯
শিশুর আগ্রহকে মূল্যায়ন করুন ২১
শিশুর প্রতি স্নেহশীল হোন ২২
গল্পের আসর ২৩
গল্পকথকের প্রস্তুতি ২৫

কিভাবে শোনাবেন গল্প?

গল্প বলার পদ্ধতি..... ২৭
গল্প শেষে..... ২৯



যেজন্য শিশুদের গল্প শোনানো

শুধু গল্পের খাতিরে নয়;
শিশুকে গল্প শোনান তারই বিকাশের স্বার্থে

কেমন ছিল আমাদের শৈশব? একান্নবর্তী পরিবার। অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চা সারাদিন হুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি করছে। সন্ধ্যা হলেই উঠানে খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে, মাঝে একটা হারিকেন রেখে পড়তে বসে যাচ্ছে। শব্দ করে পড়ছে। অ-তে অজগর। আ-তে আম।

মুখ-আঁধারি সন্ধ্যায় অনেকগুলো বাচ্চা পড়ছে হারিকেনের টিমটিমে আলোয়। রাত আরেকটু বাড়লে জোনাকিরা বের হয় পাড়া বেড়াতে। আর তখনই শুরু হয় তাদের গল্পের আসর। কারণ, জোনাকিরা যে বেরিয়ে পড়েছে। জোনাকিরা বের হওয়া মানে রাত গভীর হয়ে যাওয়া। বই চক-স্লেট গুছিয়ে রেখে তারা বসে যেত দাদিমাকে ঘিরে। শুরু হত দাদিমার গল্পে আসর।

পাকধরা চুল, ক্ষীণ দৃষ্টি, অশক্ত শরীর অথচ তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি; এক দল খুদের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে বসতেন থুত্থুড়ে দাদিমা। আর তার ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসত ভূত-পেত্নি, দৈত্য-দানো, লালকমল-নীলকমল, রাজ-রাজড়াদের দারুণ সব গল্প! সেই গল্প থেকেই স্বপ্ন। আর স্বপ্ন থেকে কল্পনা। যার কোনোটা আমাদের শিখিয়েছে নির্ভীকতা, কোনোটা নৈতিকতা।

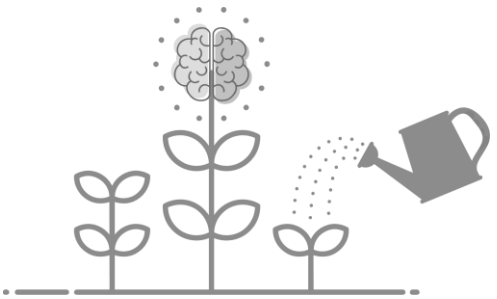
অতীতের এই রেওয়াজ ইদানীং আর নেই। পাঠ্যপুস্তক ও প্রতিযোগিতার ভিড়ে গল্প শোনা তো দূরের কথা, গল্পের বইয়ের কাছপাশ দিয়ে হাঁটারও সুযোগ পাচ্ছে না কচিকাঁচারা। শুধু তাদেরই-বা দোষ দিই কী করে! এখনকার ছোট্ট ছোট্ট পরমাণু পরিবারগুলোতে গল্প বলা দাদিমার অস্তিত্বই-বা কোথায়! সদ্য বসতে শেখা বাচ্চাকে আয়ার

কাছে রেখেই সংসারের হাল টানতে দিনভর দৌড়ে যাচ্ছেন মা-বাবা। তাদের কাছে গল্প পড়ে শোনানো যেন রীতিমতো বিলাসিতা!

কিন্তু মনোবিদরা কী বলছেন জানেন? তারা বলছেন,

"দিনের গল্পই রাতে স্বপ্ন হয়ে ফেরে।"

শিশু যদি গল্পই না শোনে, তাহলে কোনো কিছু কল্পনা করার রসদ সে পাবে কোথায়? যদি কল্পনাই না করতে পারে, তাহলে তার চিন্তন-মননের বিকাশ হবে কী করে? আর যদি চিন্তন-মনন, মানে ভাবনাচিন্তা করার কোনো ক্ষমতাই তৈরি না হয়, তখন? তখন আর কী! থমকে যাবে আপনার শিশুর বিকাশের প্রক্রিয়াই! তাই বলছি, শুধু গল্পের খাতিরে নয়, বরং আপনার বাচ্চাকে গল্প শোনান তারই বিকাশের স্বার্থে।



ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

কীভাবে পাবেন একান্ত অনুগত সন্তান?



অনুবাদ
কাজী আছিফুজ্জামান

স্বরবর্ণ
প্র কা শ ন

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

"কীভাবে পাবেন একান্ত অনুগত সন্তান?"

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ প্রকাশন
দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামি টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

E-mail : info.shoroborno@gmail.com । **Fb :** fb.com/shorobornopub

পরিবেশক :
মাকতাবাতুল হাসান
rokomari.com - wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য : ১৪০/- মাত্র

প্রচ্ছদ : মো. আখতারুজ্জামান

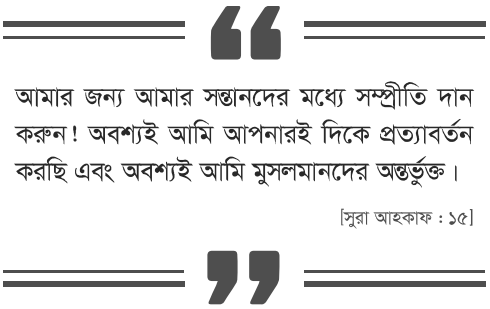
Kivabe Paben Ekanto Onugoto Sontan
By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Shoroborno Prokashon
ISBN : 978-984-96788-2-3

উৎসর্গ

সে সকল বাবা-মাকে, যারা সন্তানকে
একান্ত অনুগত হিসাবে গড়ে তুলতে চান!

কীভাবে পাবেন একান্ত অনুগত সন্তান?

মূল : ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)
অনুবাদ : কাজী আছিফুজ্জামান
সম্পাদনা : রেদওয়ান সামী
বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান
প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ



আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে সম্প্রীতি দান করুন! অবশ্যই আমি আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি এবং অবশ্যই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

[সুরা আহকাফ : ১৫]

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....১১
ভূমিকা.....১২

প্রথম অধ্যায়

সন্তানকে অনুগত বানানোর প্রায়োগিক কৌশল

যেভাবে সন্তান মা-বাবা উভয়েরই অনুগত হবে.....১৮
শৈশবেই আনুগত্যের শিক্ষা দিন.....২৩
প্রকৃতিই শিশুর শিক্ষক.....২৮
প্রাকৃতিক শাস্তি.....৩৩
সন্তানকে সচেতন করার কৌশল.....৩৬
1, 2, 3 Go...!.....৪০
শিশুদের পছন্দ-অপছন্দ.....৪৩
শিশুকে নির্বাচনের সুযোগ দিন.....৪৪
একটি মূলনীতি.....৪৭
এটা না অন্যটা দাও!.....৪৯
ইচ্ছাধিকারই সন্তানকে অনুগত বানিয়ে দেবে.....৫০
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করবেন যেভাবে.....৫১
পারিবারিক রুটিন কীভাবে তৈরি করবেন?.....৫৩
সন্তান যেভাবে অনুগত হবে.....৫৫
সুন্দর ব্যবহারে হৃদয় জয়.....৫৯
নেতিবাচক শিক্ষা ও সমালোচিত সন্তান প্রতিপালন.....৬০
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি.....৬৩

যেভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে ৬৪
শুধু আদেশ নয় অনুরোধও করুন ৬৬
মজার কৌশল ৬৯
জেদি শিশুকে কীভাবে সামলাবেন? ৭২
বিরোধিতা নয় সমঝোতা ৭৩
আদেশ করুন কোমল ভাষায় ৭৮
শিশুকে ঘুষ দিচ্ছেন না তো? ৮০
শিশুদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কেমন পুরস্কার দেবো? ৮১
বকা দিলে শিশুরা কী ভাবে? ৮৩
নেতিবাচকতা এড়িয়ে চলুন ৮৫
তাৎক্ষণিক সমাধান থেকে বিরত থাকুন ৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্তান অবাধ্য হওয়ার কারণ

সন্তান অনুগত না হওয়ার কারণ ৯০
আদেশ পালন না করার বাহানা ৯৪
মা-বাবার যে আচরণে সন্তান অবাধ্য হয়ে যায় ৯৭
আমাদের শিশুরা রোবট নয় ১০০
শিশুকে সম্মত করবেন কীভাবে? ১০২
শিশুর মন্দ অভ্যাস ১০৫
বিষয়টি কি রাগ করার মতো ছিল? ১০৬
যেভাবে মন্দ অভ্যাস পরিবর্তন করবেন ১০৭
একান্ত অনুগত সন্তান ১০৮

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি আমাদের দান করেছেন অনুগত সন্তান। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আখেরি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর; সন্তান প্রতিপালনে যিনি আমাদের আদর্শ।

আমাদের সবার কামনা, আমার সন্তান যেন হয় অনুগত ও আদর্শবান। একজন অনুগত সন্তান পাওয়ার জন্য আমরা কতকিছুই না করি। প্রাণপণ চেষ্টা করে সন্তানকে একজন অনুগত ও আদর্শ সন্তানরূপে গড়ে তুলতে চাই। কেউ সফল হই, কেউ ব্যর্থ হই।

সফলতা পেতে হলে আমাদের কোন পন্থা গ্রহণ করতে হবে; লেখক এই বইটিতে সেই আলোচনাই করেছেন। লেখক আরবীয় ধাঁচে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। অনুবাদে আমরা বাঙালি পাঠকের রুচির প্রতি লক্ষ রেখে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। এটি মূল আরবি বইটির হুবহু অনুবাদ নয়। এটিকে ছায়া অনুবাদ বলা যেতে পারে। লেখকের বিষয়বস্তু সামনে রেখে বইটি আমরা আমাদের মতো করে সাজিয়েছি।

তবে অনুবাদ বলছি এই অর্থে যে, কিছু কিছু জায়গায় হুবহু লেখকের কথাটিই তুলে দিয়েছি। মূল বইটির আরবি নাম *আতফালুনা কাইফা নাজআলুহুম ইয়াসমাউনা কালামানা*।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী বইটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন, কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব। ইনশাআল্লাহ!

বিনীত

অনুবাদক

১৪ এপ্রিল ২০২২

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

যেভাবে গড়বেন দায়িত্বশীল সন্তান

অনুবাদ
রেদওয়ান সামী

স্বরবর্ণ
প্রকাশন

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

"যেভাবে গড়বেন দায়িত্বশীল সন্তান"

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ প্রকাশন
দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামি টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
E-mail : info.shoroborno@gmail.com। **Fb :** fb.com/shorobornopub

পরিবেশক :
মাকতাবাতুল হাসান
rokomari.com - wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য : ১২০/- মাত্র

প্রচ্ছদ : মো. আখতারুজ্জামান

Jevabe Gorben Dayittoshil Sontan
By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Shoroborno Prokashon
ISBN : 978-984-96788-3-0

উৎসর্গ

দায়িত্বশীল সন্তানদের বাবা, পিতৃতুল্য
আল্লামা সাইয়েদ আহমাদ সাঈদ হাফিজাহুল্লাহু!
আল্লাহ আমাদের উপর আপনার স্নেহের ছায়া দীর্ঘতর করুন!

যেভাবে গড়বেন দায়িত্বশীল সন্তান

মূল : ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

অনুবাদ : রেদওয়ান সামী

বানান সমন্বয় : মুনতাসির বিল্লাহ

পৃষ্ঠাসজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ প্রকাশন

সূচিপত্র

সন্তানদের কেন দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলবেন?

দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব ১২

যেভাবে গড়ে উঠবে আত্মনির্ভরতা

হেঁটে চলো ২২

গাড়িতে সন্তানের দায়িত্ব কী?.....২৬

সন্তান কিভাবে মেহমানের দায়িত্ব পালন করবে?

মেহমান মেজবান.....৩০

সন্তান যেভাবে মেহমানকে অপছন্দ করতে শুরু করে ৩২

সন্তান কিভাবে সময়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে?

সময়ের মূল্য ৩৪

যার কাজ তারই দায়িত্ব

তার কাজ তাকেই করতে দিন..... ৩৭

সন্তান হোমওয়ার্ক করে দিতে বললে কী করবেন?..... ৪০

সন্তান যদি একা একা পড়তে না চায়? ৪১

সন্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখুন ৪২

সন্তান কিভাবে একা পথ চলবে? ৪৩

শিশু হোক স্বনির্ভর ৪৬

আপনার সন্তান যেভাবে সফল ব্যবসায়ী হবে

সফল ব্যবসায়ী ৫০

আপনার সন্তান কিভাবে তার ভাইদের প্রতি দায়িত্বশীল হবে?

ছোটো ভাইদের প্রতি দায়িত্বশীলতা ৫৬
মা, বাবা ও বোনদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ৫৮
ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দেওয়ার কৌশল ৬০

সন্তান কুরআন হিফজ করবে খুব সহজে

বলপ্রয়োগের ফল ভালো নয় ৬৪

বেচাকেনাবিষয়ক দায়িত্বশীলতা

আপনার সন্তান যখন সুপার শপে ৬৮
প্রথমবার সুপার শপে ৬৯
আমি এখন নিশ্চিন্ত ৭০

সন্তান কি দায়িত্বশীলতা থেকে দূরে থাকতে চায়?

দায়িত্বপালনে অনীহ মনোভাব ৭২

একজন কর্মব্যস্ত বাবা কিভাবে সন্তানকে দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দেবেন?

কর্মব্যস্ত বাবার দায়িত্বশীল সন্তান ৭৬

টিফিনখরচ-বিষয়ক দায়িত্বশীলতা

কখন থেকে সন্তানকে টিফিনখরচ দেবেন? ৮০
সন্তান যদি সপ্তাহ বা মাসের টিফিনখরচ এক দিনেই
খরচ করে ফেলে? কী করবেন তখন? ৮১
আপনি কি সন্তানকে ঘরের কাজের বিনিময়ে টাকা দেন? ৮৪

'দায়িত্বপালন' কিভাবে 'উপভোগ্য' করে তুলবেন?

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য জবাবদিহি চাইবেন না ৮৮
দায়িত্বশীলতা সন্তানের অভ্যাসে পরিণত করুন ৯০
কিছু ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রস্তুত থাকুন ৯১

সন্তানদের কেন দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলবেন?



দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব

দায়িত্বশীলতা আমাদের পৌঁছে দেয় সাফল্যের অনন্য উচ্চতায়। এই দায়িত্বশীলতার অভাবই আবার আমাদের সফলতার পেছনে অনেক বড় অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং দায়িত্বশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়া আমাদের জন্য খুবই জরুরি একটি বিষয়।

'আমাদের ছোটো ছোটো সন্তানদেরও কি দায়িত্বশীলতা আছে? ওরা তো ছোটো! ওরা আর এসবের কী বোঝে!'

শ্রদ্ধেয় বাবা-মা! আপনি এমনটা ভাবছেন কি? ভাবছেন হয়তো! দায়িত্বশীলতা মানুষের মাঝে এক দিনেই তৈরি হয়ে যায় না। এটি চর্চার বিষয়। তাই শৈশব থেকেই ধীরে ধীরে আপনার সন্তানকে দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলুন। তবেই সে বড় হয়ে দায়িত্বশীল মানুষ হতে পারবে। ছোটো ছোটো দায়িত্ব পালন করেই সে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হবে জীবনের বড় বড় দায়িত্বগুলো পালনের জন্য।

শ্রদ্ধেয় বাবা-মা! আপনার সন্তান হয়তো বুঝবে না; দায়িত্বশীলতা কী? তাই দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ থেকে তাদের দায়িত্বশীলতা বুঝিয়ে বলুন। যেমন: তার কোনো সফলতার পেছনে কীভাবে দায়িত্বশীলতার অবদান ছিল, তা তাকে দেখিয়ে দিন। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে তাকে বলুন, সে দায়িত্বশীলতার সাথে পড়ালেখা, হোমওয়ার্ক করেছে বলেই তার ফলাফলও ভালো হয়েছে। কিংবা ফলাফল খারাপ হলে বলুন, পড়ালেখার বিষয়ে তার যতটুকু দায়িত্বশীল হওয়ার কথা ছিল, সে ততটুকু দায়িত্বশীল ছিল না, তার ততটুকু চেষ্টা ছিল না। এর মাধ্যমে সে বুঝতে পারবে, কোনো কাজের সফলতার পেছনে দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব কী!

অনেক বাবা-মা হয়তো ভাবছেন, সন্তানদের দেখভালের জন্য আমরা তো আছিই, তাহলে তাদের দায়িত্বশীল বানানোর প্রয়োজন কী?

সন্তানদের দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তোলার অনেক কারণ আছে। নিম্নলিখিত আলোচনায় আমরা সেগুলোই জানার চেষ্টা করব; কেন আমরা তাদের দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলব।

প্রথম কারণঃ আমাদের সন্তানরা যেন ভবিষ্যৎজীবনে সফল হয়!

ইউসুফ আ.। পূর্ববর্তী একজন নবী। একদিন তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন। তখন তিনি একেজন বালক মাত্র। তাই স্বপ্নের তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারলেন না।

তার আরো কজন ভাই ছিল। সৎভাই। তারা তাকে খুব হিংসা করত। ছোট্ট ইউসুফ তাই তার স্বপ্নের কথা ভাইদের বললেন না। বললেন তার বাবা ইয়াকুব আ.-কে। বাবা শুনলেন তার স্বপ্নের বিবরণ। তারপর তাকে বলে দিলেন, স্বপ্নের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে; বারণ করে দিলেন স্বপ্নের কথা অন্য কাউকে বলতে।

ইউসুফ আ. বাবার কথামতো তা-ই করলেন। কাউকে বললেন না তার স্বপ্নের বিবরণ।

এর পর অনেক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। ইউসুফ আ. বড় হলেন। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন। একদিন তিনি দেখা করলেন মিশরের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তখন মিশরে দুর্ভিক্ষ চলছিল। ইউসুফ আ. তাকে বললেন, মিশরের খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব আমাকে দিন। আমি এই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করতে পারব। কেননা আমি একজন অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি।

এভাবে ইউসুফ আ. তার দায়িত্বশীলতার কথা প্রকাশ করেছিলেন। মিশরের খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কেননা তিনি নিজের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন। আর পারবেন নাই-বা কেন, শৈশবে তার বাবা তো তাকে দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দিয়েছেন। শৈশবে বাবা তাকে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি প্রকাশ করেননি। দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বপ্নের গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন। তাই বড় হয়ে তিনি মিশরের খাদ্য মন্ত্রণালয় রক্ষা করেছেন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দায়িত্ব নিতে পেরেছেন। এখানেও তিনি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

হিংসা থেকে
যেভাবে বাঁচাবেন
আপনার সন্তানকে



ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

হিংসা থেকে যেভাবে বাঁচাবেন আপনার সন্তানকে

অনুবাদ
শাহাদাত হুসাইন

স্বরবর্ণ
প্রকাশন

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

হিংসা থেকে যেভাবে বাঁচাবেন আপনার সন্তানকে

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪ (ইফা বইমেলা)

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ প্রকাশন
দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
E-mail : info.shoroborno@gmail.com । **Fb :** fb.com/shoroborнopub

পরিবেশক :
মাকতাবাতুল হাসান
rokomari.com - wafilife.com - নিউ লেখা প্রকাশনী (কলকাতা)

প্রচ্ছদ : মো. আখতারুজ্জামান

মুদ্রিত মূল্য : ১৯০/- মাত্র

Hingsa Theke Jevabe Bachaben Apnar Sontanke
By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Shoroborno Prokashon
ISBN : 978-984-98298-2-9

হিংসা থেকে যেভাবে বাঁচাবেন আপনার সন্তানকে

মূল : ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

অনুবাদক : শাহাদাত হুসাইন

সম্পাদক : আতাউস সামাদ

বানানসমন্বয় : মাসউদ আহমাদ

পৃষ্ঠাসজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ প্রকাশন

প্রকাশক : মো. রাকিবুল হাসান খান

“একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফর ইবনে আবু তালিব রা.-এর সন্তানদেরকে দুর্বল স্বাস্থ্য ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি জাফরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস রা.-এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন। তখন আসমা উত্তর দিলেন, কোনো ক্ষুধা বা দারিদ্র্যের কারণে তাদের এ অবস্থা হয়নি, বরং সমস্যা হলো তারা খুব দ্রুত বদনজরে আক্রান্ত হয়। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ দিলেন, তুমি তাদের রুকইয়া করো।”

[সহিহ মুসলিম, ২১৯৮]

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৯
লেখকের ভূমিকা ১০

প্রথম অধ্যায়

হিংসুক হয়ো না হে সন্তান!

আপনি কি চান, আপনার সন্তান হিংসুক না হোক? ১৮
এমন কোন হিংসুক আছে, যে হিংসা করে না? ২০
সন্তানকে কি হিংসুক বানাচ্ছেন? ২২
সন্তান হিংসুক, বুঝবেন কীভাবে? ৩৩
হিংসার আরও কিছু আলামত ৩৬
অসুস্থ সন্তানকে হিংসা থেকে রক্ষা করব কীভাবে? ৩৭
আপনার সন্তানের পক্ষে কি নিজেকে হিংসা করা সম্ভব? ৪১
সন্তান তার ভাইকে হিংসা করলে কী করবেন? ৪৪
বাবার ভালোবাসা না পেয়ে ভাইকে হিংসা করা ৪৫
তোমার ভাই তোমার চেয়ে ভালো—কথাটি হিংসা সৃষ্টি করে ৪৭
সন্তানদের মাঝে তুলনা করতে শিক্ষকদেরও বারণ করবেন ৪৮
কথাবার্তা, খাবার, আদর-স্নেহ ও দোয়ায় সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করুন ৪৯
ভাইয়ের উপকার করতে উৎসাহ দিন ৫২
কেন সন্তানদের হিংসার চিকিৎসা করব? ৫৪
হিংসুক ছেলের চিকিৎসা করবেন কীভাবে? ৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমার সন্তানকে হিংসা করবেন না

কিছু কথা ৮২
মানুষ আপনার সন্তানকে হিংসা করে কেন? ৮৫
সন্তানদের বদনজর ও হিংসা থেকে রক্ষা করবেন কীভাবে? ৯১
কীভাবে সন্তানদের রুকইয়া করবেন? ১০১
কেন প্রতিদিন সন্তানদের রুকইয়াহ করব? ১০২
চারটি কারণে আপনার সন্তানদের প্রতিদিন রুকইয়া করা উচিত ১০৫
রুকইয়া বাড়াবে দাদা-নাতির ভালোবাসা ১০৮
সন্তানের জেদ সামলাতে রুকইয়াহ ১১১
শিশুদের হিংসা থেকে রক্ষা করতে কিছু অভিজ্ঞতা ও পন্থা ১১৩
একজন মা কি সন্তানদের হিংসা করতে পারেন? ১২০
কীভাবে সন্তানকে স্কুলে হিংসার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করব? ১২৪
আজ থেকে আপনার ছেলে কোনো ভয়ংকর স্বপ্ন দেখবে না ১২৮
সন্তানকে শেখান কিভাবে নিজেকে হিংসা থেকে রক্ষা করবে? ১৩৩
সালাম সন্তানকে মানুষের হিংসা থেকে দূরে রাখবে ১৩৫
সন্তানকে শেখান কীভাবে তার প্রাপ্ত নেয়ামতকে গোপন রাখবে ১৩৯
হালাল খাবারের মাধ্যমে হিংসার চিকিৎসা করুন ১৪১

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আমাদের দান করেছেন সন্তান। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর; সন্তান প্রতিপালনে যিনি আমাদের আদর্শ।

আমাদের সবার কামনা, আমাদের সন্তান যেন যোগ্য হয়। সন্তানকে যোগ্য বানাতে আমরা কতকিছুই-না করি। প্রাণপণ চেষ্টা করে সন্তানকে যোগ্যরূপে গড়ে তুলতে চাই। কেউ সফল হই, কেউ ব্যর্থ হই।

কখনো এ ব্যর্থতার কারণ হয়ে থাকে হিংসা। লেখক এ বইটিতে এ আলোচনাই করেছেন। লেখক আরবীয় ধাঁচে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। অনুবাদে বাঙালি পাঠকের রুচির প্রতি লক্ষ রেখে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে মূল আরবি বইটির হুবহু অনুবাদ করিনি, বরং লেখকের বিষয়বস্তু সামনে রেখে বইটি আমরা আমাদের মতো করে সাজিয়েছি। মূল বইটির আরবি নাম 'হাসাদুল আবনা'।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী বইটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন, কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব। ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

অনুবাদক

২৮ অক্টোবর ২০২৪

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

শিশুর কান্না থামবে কখন?

অনুবাদ
শাহাদাত হুসাইন

মাকতাবাতুল হাসান

শিশুর কান্না থামবে কখন?
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৬ খ্রি.
গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
৬৫/১, প্যারিদাস রোড, কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
সম্পাদক : আতাউস সামাদ
বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ
প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com – wafilife.com
ISBN : 978-984-98298-8-1
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com, rakib1203@gmail.com
fb.com/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ২০০/- টাকা মাত্র

Shishur Kanna Thambe Kokhon?
By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....৯
বইটি লেখা যে কারণে.....১০
ভারসাম্যপূর্ণ একটি 'না' শব্দ একটি সুখী শিশু গড়ে তোলে.....১৩
এক মায়ের ভুল সিদ্ধান্ত.....১৩
কাঁদবে যত, জিতবে তত.....১৬
আপনি কীভাবে আপনার সন্তানের কান্না থামাবেন?.....১৮
ভুল আবেগ
এক মায়ের অন্যায় আবেগ.....১৮
নেতিবাচক আবেগ
এক বাবার ভুল আচরণ.....১৯
দুর্বল সংকল্প
এক মায়ের পরাজয়.....১৯
বাচ্চাদের কান্না যেন তাদের পেশায় পরিণত না হয়.....২০
চিৎকার করে বাচ্চাদেরকে শেখাতে যাবেন না.....২০
যে কাঁদে, তাকে নিয়ে উপহাস করবেন না.....২১
হে আমার ছেলে, চিৎকার না করে কথা বলো!.....২৩
আপনার সন্তান শান্তশিষ্টভাবে কিছু চাইলে তার প্রশংসা করুন.....২৬
মৃদুস্বরে কথা বলো, খুশিটুকু গ্রহণ করো
এক মায়ের অভিব্যক্তি.....২৮
আপনি কি কখনো অশ্রুর স্বাদ নিয়েছেন.....৩০
আপনার সন্তানকে আওয়াজের স্তর সম্পর্কে শিক্ষা দিন.....৩২
খেলার ছলে বা অন্য কোনো কৌশলে শেখান.....৩৩

বুদ্ধিমান বাবা-মায়েরা সন্তানদের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেন! ৩৩
ফিরে এসো এবং শান্তভাবে জিজ্ঞেস করো ৩৫
মায়ের কাছে গল্প শুনতে ছেলের বায়না ৩৫
মা যেভাবে সুন্দর করে চাইতে শেখালেন মেয়েকে ৩৫
এক বাবার অভিব্যক্তি ৩৭
আপনার সন্তান যেন অন্যদের সামনে কান্না না করে ৩৮
কাঁদো তুমি কান্নার কক্ষে ৪০
কাঁদলে তোমায় এমন দেখায়! ৪২
কান্নারোগের কয়েকটি সৃজনশীল প্রতিকার ৪২
এক বাবার বুদ্ধি ৪৩
বাবা-মার প্রতি এক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ৪৩
টাকা কখনো চোখের জল সারতে পারে! ৪৪
এক বাবার স্মৃতিচারণ ৪৪
এক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ৪৫
সন্তানকে শেখান কীভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ৪৬
এক মায়ের কথা ৪৭
আপনার সন্তানের কাছে কোনোকিছু চাইলে আর সে 'না' বলে দিলে, আপনি কী করেন? ৪৭
কান্নার সময় দোয়া করার প্রভাব ৪৮
এক মায়ের অভিজ্ঞতা ৪৮
এক মায়ের আক্ষেপ ৪৯
কান্নার জন্য তিন মিনিট ৫০
এক বাবার কৌশল ৫০
পাঁচ মিনিটের কৌশল ৫২
হাস্যরস করে ও বুকে জড়িয়ে ধরে দুঃখ দূর করুন ৫৪
মায়ের মুখে গল্প শুনল মেয়ে ৫৪
মায়ের হাতে মিষ্টি খেল ছেলে ৫৫

এসো, সবাই কান্না করি ৫৬
যেভাবে সন্তানের কান্না থামালেন এক বাবা ৫৬
এক বাবার বক্তব্য ৫৬
বড় সন্তানকে শিক্ষা দিন কীভাবে ছোট ভাইবোনের কান্না থামাবে ৫৭
সমঝোতা চোখের অশ্রু বাঁচায় ৫৮
এক মায়ের সমঝোতা ৫৮
এক বাবার অভিনব সমঝোতা ৫৯
প্রবাহিত অশ্রুর যথাযথ সমাধান ৬০
ঘরের নিয়মশৃঙ্খলা কান্না কমাতে সাহায্য করে ৬৬
এক বাবা যেভাবে পেলেন শৃঙ্খলার সুফল ৬৬
নতুন নিয়ম চালু হলো ৬৭
এক মায়ের দৃঢ়তা ৬৮
বাবার চেষ্টায় যেভাবে কান্না ছাড়ল মেয়ে ৬৯
একটি ধারণা ৭১
ঘরের বাইরে কান্নাকাটি : কিছু গল্প ও অভিজ্ঞতা ৭১
আসুন একটু চিন্তা করি ৭২
প্রিয় সন্তান, সম্মানের সাথে খাও, অপদস্থ হয়ে নয় ৭৯
কান্নার মাধ্যমেই অধিকাংশ সময় দুর্বলেরা জয়ী হয় ৮১
আপনার প্রত্যাখ্যানে অনড় থাকার জন্য কোনো সৃজনশীল উপায় খুঁজুন ...৮৩
এক মায়ের 'না' বলা ৮৩
প্রত্যাখ্যানের সাথে সমঝোতা করারও সময় রয়েছে ৮৪
আরও জোরে চিৎকার করো, যেন তোমার চিৎকার উপভোগ করতে পারি ..৮৬
কীভাবে সন্তানের কান্নার অস্ত্রকে নিজের হাতে নিয়ে নেবেন ৮৬
এক মা সন্তানের কান্না থামিয়ে বিজয়ী হলেন যেভাবে ৮৬
ছেলের কৌশল ৮৮
উপসংহার ৮৯
একনজরে দেখে নিই, শিশুর কান্না থামবে কখন ৯০



এক বাবা বলেন, যখন আমি আমার সন্তানের চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করি এবং এতে করে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে, তখন আমি তার ওপর উত্তেজিত হয়ে উঠি এবং তাকে প্রহার করি। এরপর তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তাকে খুশি করতে সে যা চায় তা কিনে দিই।

আপনার দৃষ্টিতে আমার ছেলে এ থেকে কী শিক্ষাগ্রহণ করবে? তার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তার চিৎকার ও কান্নাকাটি আমাকে উত্তেজিত করে তোলে এবং তার প্রতি আমার আগ্রহ কমিয়ে দেয় এবং এ কারণে আমি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হই। কিন্তু সে এটাও বুঝতে পারে, একটু বেশি কান্নাকাটি করলে আমি অবশেষে তার কাছে নতিস্বীকার করি এবং তার কথাই মেনে নিই। প্রহার করার আগে সে যা চেয়েছিল, প্রহার করার পর সেটাই তাকে কিনে দিই। এ বিষয়টা উপলব্ধি করতে পেরে আমি মনে মনে বললাম, এর চেয়ে তো তাকে প্রথমেই প্রহার না করে তা দিয়ে দেওয়া ভালো ছিল।

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আমাদের দান করেছেন নিষ্পাপ শিশুসন্তান। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর; শিশু প্রতিপালনে যিনি আমাদের আদর্শ।

পৃথিবীর আলো দেখার পর থেকে শিশুদের প্রথম ভাষা হয় কান্না। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে কথা বলতে শিখলেও কখনো দাবি মানাতে, কখনো জেদ দেখাতে, কখনো অন্য কোনো কারণে কান্নার আশ্রয় নেয়। এর প্রতিকারে বাবা-মা অজ্ঞতাবশত অনেক ভুল করে বসেন। ফলে এ সময়টাতে তাদের প্রয়োজন সঠিক দিগ্‌নির্দেশনার।

লেখক এ বইটিতে এ আলোচনাই করেছেন। লেখক আরবীয় ধাঁচে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। অনুবাদে বাঙালি পাঠকের রুচির প্রতি লক্ষ রেখে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে মূল আরবি বইটির হুবহু অনুবাদ করিনি, বরং মূল বিষয়বস্তু ঠিক রেখে বইটির ভাবানুবাদ করেছি।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী বইটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন, কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব। ইনশাআল্লাহ।

বিনীত
অনুবাদক
৯ ডিসেম্বর ২০২৪

বইটি লেখা যে কারণে

এ বইটিতে আমি আলোচনা করেছি শিশুদের কান্না ও প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় নিয়ে। সাধারণত শিশুদের কোনো আবেদন বাবা-মা না শুনলে শিশুরা কান্না করে। আবার বাবা-মায়ের কোনো কথা শুনে মন খারাপ হলেও শিশুরা কান্না করে। এ বইটিতে শিশুদের কান্না নিয়ে কিছু প্রায়োগিক দিক উপস্থাপন করেছি, যার লক্ষ্য হলো,

১. আপনি যেন আপনার সন্তানকে এ বিষয়টি শিক্ষা দিতে পারেন যে, কান্নাই সবকিছুর সমাধান নয়। চিৎকার-চেঁচামেচি আর বিরক্তি প্রকাশ করলেই সে জীবনে যা চায়, তা অর্জন করতে পারবে না। এর মাধ্যমে মূলত আপনি তাকে তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবেন।

২. লুকমান আ. স্বীয় পুত্রকে নিচু স্বরে কথা বলার জন্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন, আপনার সন্তানও যেন তা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে। লুকমান আ. নিজ পুত্রকে লক্ষ করে বলেছিলেন,

> নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখো। নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।
>
> [সুরা লুকমান : ১৯]

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও শ্রুতিকটু আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ। যদি আওয়াজ উঁচু করা ভালো কিছু হতো, তাহলে মহান আল্লাহ গাধাকে এ আওয়াজ দিতেন না। *তাফসিরে তবারি*, ২১/৭৬

৩. আপনি যেন আপনার সন্তানদের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ থেকে মুক্তি পান এবং সঠিকভাবে লালনপালন করতে পারেন।

৪. আপনার সন্তান যেন কান্নাকাটি ছাড়াও নিজের রাগ ও কষ্টের কথা প্রকাশ করতে পারে, তেমন বিকল্প কিছু খুঁজে পায়।

৫. সন্তান লালনপালনের মধুর সফলতা অনুভব করতে হলে বেশি কান্না করা শিশুর প্রতি এ বইয়ের নির্দেশনাগুলো প্রয়োগ করে দেখুন। আপনি তার কান্নাকাটির হার কমিয়ে ফেলতে পারবেন। আর আপনার এমন সাফল্যের মুহূর্তে আমাকে অবশ্যই আপনার দোয়ায় স্মরণ করবেন।

শ্রদ্ধেয় অভিভাবক, আমরা এ বইটিতে শিশুদের কান্নাকাটি ও অতিরিক্ত আবেগিক আচরণ কমাতে প্রায় অর্ধশত বাস্তবসম্মত উপায় ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন আপনি এর মধ্য থেকে এমন কোনো উপায় পেয়ে যান, যা আপনার সন্তানের জন্য বেশ কাজে দেবে। দোয়া করি, আপনার ঘর যেন আরও শান্ত, আরও সুখ-সৌভাগ্যের হয়ে ওঠে। আর আমি তো মনে করি, আপনার সন্তানের কান্নাকাটির সমস্যার সমাধানে এ বইটির মৌলিক কলাকৌশলগুলো আপনাকে আরও সৃজনশীল করে তুলবে, 'বিপদের' সময় আরও সুন্দরতর কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন। আপনার সন্তানের কান্নায় সাড়া না দিয়েও তাকে ভদ্র, শান্ত করে তুলতে পারবেন। আর আবার মনে করিয়ে দিই, আপনি আমাকে আপনার দোয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার নতুন অভিজ্ঞতাও আমার কাছে লিখে পাঠাবেন। আপনার সুফলপ্রাপ্তিতে আমিও অংশীদার হব। ইনশাআল্লাহ।

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
শুক্রবার, ৩ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরি
৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

ভারসাম্যপূর্ণ একটি 'না' শব্দ একটি সুখী শিশু গড়ে তোলে

একটি শিশুর সমস্ত অনুরোধ পূরণ হলে তা তার মানসিকতাকে নষ্ট করে ফেলে, তার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল করে ফেলে। সে তখন কেবল তার নিজেকেই গুরুত্ব দিতে থাকে, তার নিজের চাহিদাকেই সর্বাগ্রে রাখতে থাকে, মনে করতে থাকে তার সবরকম আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া আবশ্যক। আপনি মনে করছেন, তার চাওয়া পূরণ করে তাকে খুশি করে তুলছেন। কিন্তু না, আপনি মূলত তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলছেন, তাকে অনেক বড় সামাজিক ও মানসিক সংকটে ফেলে দিচ্ছেন। এরকম শিশু ভবিষ্যতে কখনো দায়িত্বভার নিতে সক্ষম হয় না। সে 'না' শব্দ শুনতে পারে না। কোনো কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হলে ভেঙে পড়ে। আপনি কি চান আপনার ছেলেমেয়ে এমন হোক?

এক মায়ের ভুল সিদ্ধান্ত

এক মা বলেন, আমি ও আমার স্বামী আমাদের পাঁচ বছর বয়সী মেয়েটির সকল প্রয়োজন পূরণ করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করতাম। সে যা চাইত, তা-ই আমরা তাকে এনে দিতাম; যেন সে খুশি থাকে। আমার বাচ্চাকে আমি সবচেয়ে সেরা ও ব্যয়বহুল কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করেছিলাম। প্রতিদিন সকালে সে তার সাথে কিন্ডারগার্টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জিনিস চাইত, অন্যদের মতো বিভিন্ন জিনিস ও খাবার কিনে দিতে বলত। আমি আমার মেয়ের মনখারাপ হোক তা কখনো চাইতাম না। তাই সে যা চাইত তা-ই কিনে দিতাম। প্রতিদিন সকালে কিন্ডারগার্টেনে যাওয়ার সময় সে হাতখরচের জন্য বেশ কিছু টাকা নেওয়ার পাশাপাশি তার ব্যাগে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন খাবার নিয়ে যেত। আমি তাকে এসব সুবিধা দিতে পেরে নিজেকে একজন সফল মা মনে করতাম। কারণ দেখতাম এর মাধ্যমে আমার সন্তান খুশি থাকত। কিন্তু আমি হতবাক হয়ে দেখি যে, আমার মেয়ে তার কিন্ডারগার্টেনের সহপাঠীদের কাছ থেকে চুরি করতে শুরু করেছে। সে ঘর

থেকেও টাকা চুরি করছে, আবার আমি সাথে থাকা সত্ত্বেও সে দোকান থেকেও চুরি করছে। তার এ বাজে স্বভাব দূর করতে আমি তাকে তিরস্কার করি, ধমকি দিই এবং আরও বেশি টাকাপয়সা দিতে থাকি। কিন্তু আমি সফল হতে পারি না।

পরে আমি মেয়ের এ সমস্যা নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনার কারণেই আজ মেয়েটির এ অবস্থা। কারণ সে যা চেয়েছে, আপনি তাকে তা-ই দিয়েছেন। কখনো সে আপনার কাছ থেকে 'না' শব্দ শোনেনি। যে কারণে তার কাঙ্ক্ষিত সবকিছুই এখন সে পেতে চায়। সহপাঠীদের কাছে কোনোকিছু দেখলে তার পছন্দ হলেই সে তা নিয়ে নিতে চায়। সে ঘরে-বাইরে এই কাজ করতে থাকে। কারণ আপনি তাকে ধৈর্য ধরতে শেখাননি, তার ভেতর পরিতৃপ্ত হওয়ার বোধ তৈরি হতে দেননি। আপনি মৃদু স্বরে, তবে দৃঢ়ভাবে 'না' শব্দটি বলার মাধ্যমেই এ কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। যখন আপনি 'না' বলবেন, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই কান্নাকাটি, চিৎকার-চেঁচামেচি করতে থাকবে। কিন্তু আপনি তার কাছে নতিস্বীকার করার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, কখনোই তার কান্নার কাছে পরাজিত হবেন না। আপনি আজ তাকে কাঁদতে দিলে, সে আগামী দিনে হাসতে পারবে, সুখী হতে পারবে। আপনি মোটেই তার সমস্ত চাওয়া পূরণ করতে যাবেন না। কারণ এ জীবনে কেউই নিজের সব চাওয়া কখনো পূরণ করতে পারে না। এই বোধ তার মধ্যে শিশুকালেই তৈরি হওয়া প্রয়োজন।

শ্রদ্ধেয় অভিভাবক, যখন আপনার সন্তান আপনার কাছে কোনোকিছু চায়, আর সেটি তার জন্য উপযোগী না হওয়ায় বা সেটি পাওয়ার জন্য সঠিক সময় না হওয়ায় কিংবা আপনার আর্থিক অবস্থা সায় না দেওয়ায় আপনি যদি তাকে তা না দেন, তাহলে খুব কম ছেলেমেয়েই বাবা-মায়ের কথা মেনে নিয়ে খুশিমনে চুপ হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ ছেলেমেয়েই কান্না, চিৎকার, হা-হুতাশ শুরু করে। যেন আপনি বাধ্য হয়ে তার অনুরোধে সাড়া দেন, সে যা চায় তা কিনে দেন। এমন পরিস্থিতিতে আপনি কী করবেন?

যদি আপনি তার কান্নায় সাড়া দেন, তার কাছে নতিস্বীকার করে তার চাওয়া পূরণ করেন, এতে আপনি তাকে এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন যে, কান্নার মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে সবকিছু পাওয়া যেতে পারে। পরে দেখবেন

তার কান্নার আওয়াজ আরও বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনি যদি তার কান্নাকাটি নীরবে সহ্য করেন, শান্ত থাকেন, তাকে কোনোরূপ পিটনি না দিয়েই নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন, তাহলে আপনার সন্তান বুঝতে পারবে, কাঁদলেই সব পাওয়া যায় না। হতে পারে সে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনাকে কয়েকবার পরীক্ষা করবে, যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, কান্নাকাটি করে মূলত কোনো উপকার হয় না, তখন সে নিজেই কান্নাকাটি করা বন্ধ করে দেবে। সে তখন অন্য কোনো উপায়ে আপনাকে রাজি করাতে চাইবে। কান্নাকাটি-চেঁচামেচি না করে নিজের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। সন্তান প্রতিপালনে এটি হবে আপনার এক মহান অর্জন।

'হ্যাঁ' শব্দের চেয়ে শতগুণ বেশি আপনার শিশুকে 'না' শব্দে উত্তর দিন। এতে শিশুদের সুখী হওয়া ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার হার বেড়ে যায়। এমনিতে দেখা যায় শিশুরা 'হ্যাঁ' শব্দ শুনে খুশি হয়, আর আপনি 'না' শব্দ বলে তাকে জীবনের সুখ ও চাওয়া থেকে বঞ্চিত করে ফেলেন; আসলে বিষয়টি এমন নয়। বরং 'না' এমন একটি শব্দ, যা বিলম্বিত সন্তুষ্টি বহন করে। দেরিতে হলেও আপনার সন্তান এর যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং এটি তার ব্যক্তিত্ব তৈরি করবে। বাচ্চাদের অনুরোধে সাড়া দেওয়ার চেয়েও আরও বেশি জরুরি হলো, মায়া-মমতার সঙ্গে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা এবং দৃঢ়তার সাথে তাদের আপত্তি ও কান্নাকাটিকে উপেক্ষা করা।



ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

কীভাবে পাবেন ধৈর্যশীল সন্তান?

অনুবাদ

শাহাদাত হুসাইন

সম্পাদনা

শামীম আহমাদ

মাকতাবাতুল হাসান

কীভাবে পাবেন ধৈর্যশীল সন্তান?

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি.

গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

৬৫/১, প্যারিদাস রোড, কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com – wafilife.com

ISBN : 978-984-29227-3-2

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com, rakib1203@gmail.com

fb.com/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ১৬০/- টাকা মাত্র

Kivabe Paben Dorzoshil Sontan

By Dr. Abdullah Muhammad

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশুদের ধৈর্য শেখানোর কিছু সৃজনশীল উপায় ১৪

এই ধৈর্যই তো আমাদের শিশুদের প্রয়োজন ১৪

আপনি কি চান আপনার সন্তান ভালো থাকুক? ১৫

ধৈর্যশীল সন্তানের জন্য বিশেষ পুরস্কার ১৮

আপনি কি আপনার সন্তানকে কখনো কোনো বিষয়ে ধৈর্যধারণ করায় পুরস্কৃত করেছেন? ১৮

দোয়া আমাদের সন্তানদের ধৈর্যকে বৃদ্ধি করবে ২১

এক যুবকের অভিব্যক্তি ২২

ভবিষ্যতে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য আপনার সন্তানদের কীভাবে প্রস্তুত করবেন? ২৩

একটি পরিকল্পনা ২৪

হিজাব পরিধানে আমাদের মেয়েরা কীভাবে ধৈর্য ধরবে? ২৫

আপনার সন্তানরা কি প্রিয়জনদের বিচ্ছেদে ধৈর্য ধরতে প্রস্তুত? ২৭

আপনার সন্তানরা কি খাবারদাবারে ধৈর্য ধরতে প্রস্তুত? ২৯

কেন আমাদের শিশুরা খাবার খেতে চায় না? ৩০

একজন মায়ের অভিব্যক্তি ৩১

ভালোবাসা আপনার সন্তানদের ধৈর্যশীল হওয়ার শক্তি বাড়ায় ৩২

খুব সহজেই কি আপনি আপনার সন্তানের সব চাওয়া পূরণ করেন? ৩৪

আপনার সন্তানরা চলাফেরায় কীভাবে ধৈর্যের স্বাদ অনুভব করবে? ৩৫

জুমআর নামাজের জন্য হেঁটে যাওয়ার বিশেষ সওয়াব.....৩৭
হে ছেলে, তোমার ধৈর্য ধরার ক্ষমতার ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?.....৩৭
ধৈর্যের ঋতুগুলোকে গনিমত মনে করুন.....৩৯
রমজানে কীভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের ধৈর্যশক্তি বাড়িয়ে তুলব.....৪০
রমজানে সন্তানদের ধৈর্য বাড়ানোর পূর্বে তার দুর্বলতা শনাক্ত করুন ৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কীভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দেবো? ৪২
ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য একটি শিশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমরা কীভাবে ঘড়িকে কাজে লাগাতে পারি?.....৪৩
একটি শিশুর পক্ষে কি ধৈর্যের স্বাদ অনুভব করা সম্ভব? ৪৩
জিনিসের প্রাচুর্যের মাঝে একটি ধৈর্যশীল শিশু বেড়ে উঠতে পারে না ৪৬
আমাদের সন্তানরা কীভাবে কথা গোপন রাখার ধৈর্য ধরবে? ৪৭
আমি কীভাবে আমার সন্তানদের আর্থিক খাতে ধৈর্য শেখাতে পারি?.....৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আপনি কীভাবে শিশুদেরকে অপেক্ষার দক্ষতা শেখাবেন? ৫০
এই সাতটি বিষয় সন্তানকে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে সাহায্য করবে.....৫২
অপেক্ষার দক্ষতা শেখানোর ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ৫৩
অপেক্ষা শিশুদের আনন্দকে দ্বিগুণ করে ৫৪
দরজায় টোকা দিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে শেখানো ৫৬
অপেক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে আপনি আপনার সন্তানদের আদর্শ হবেন?.....৫৭
আমাদের শিশুরা কীভাবে শান্তভাবে খাবারের জন্য অপেক্ষা করবে? ৫৮
আপনার সন্তানদের সবচেয়ে সুন্দর যে অপেক্ষাটি শেখাবেন ৫৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধৈর্য সৃষ্টির সাতটি নীতি ৬০
সন্তান বা ছাত্রদের ধৈর্যশীল বানাতে তাদের সাথে কীভাবে কথা বলবেন?. ৬০
কীভাবে আপনি আপনার ধৈর্যশীল সন্তানকে সুসংবাদ দেবেন? ৬১
আপনি আপনার সন্তানদের বিভিন্ন বিপদ ও সংকটে কীভাবে সাহস দেবেন? ৬২
আমাদের সন্তানরা পড়ালেখা ও জ্ঞান অন্বেষণে কীভাবে ধৈর্যশীল হবে?.... ৬৪
প্রিয় হে সন্তান, তোমার কি বেঁচে থাকার মতো কোনো স্বপ্ন আছে?..... ৬৫
এখন প্রশ্ন হলো, ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা বিপদের সময় কী বলবেন? ৬৬
দিনে কতবার আপনার সন্তান আপনাকে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায় করতে দেখে? ৬৭
কেন আমরা বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায় করব ৬৭
ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের ঘটনা থেকে উপকৃত হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায়... ৭০
আপনি সবচেয়ে বেশি ধৈর্য শিখেছেন কার নিকট থেকে? ৭১
প্রিয় সন্তান, তোমার চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল আর কেউ কি আছে? ৭১
বাবা, আমি কীভাবে ধৈর্যধারণ করব, আমি তো আপনার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নই ৭৩
আপনার সন্তান বা ছাত্র কখন আপনার দেওয়া শাস্তিতে ধৈর্যধারণ করবে .. ৭৩
এমন কিছু কথা, যা মায়েদের আনুগত্যে সন্তানের ধৈর্য বাড়িয়ে দেয় ৭৪
মিহরাব মুমিনের জান্নাত ৭৫
একটি সুন্দর ধৈর্য মানে নিজের সকল অভিযোগ কেবল আল্লাহর কাছেই ব্যক্ত করা ৭৬
প্রিয় সন্তান, রবের বিধানের সামনে তুমি কীভাবে ধৈর্য ধরবে? ৭৭
প্রিয় বাবা-মা, এই জীবনে ধৈর্যধারণ ধরতে আপনাকে কোন জিনিসটি সাহায্য করেছে? ৭৮
এই বইয়ে যা-কিছু বলা হয়েছে, আমরা তা কীভাবে বাস্তবায়ন করব?..... ৭৯

﴿وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ﴾

এবং বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করো।

[সুরা লুকমান, ১৭]

ভূমিকা

একদিন আমি কয়েকজন অভিভাবককে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনারা আপনাদের সন্তানদের সবচেয়ে সুন্দর কী শিখিয়েছেন?

তাদের সকলেই কিছু চমৎকার ও ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিলেন। একেকজন একেকটি ভালো গুণের কথা উল্লেখ করলেন, যেটা তিনি তার সন্তানকে শিখিয়েছেন।

উত্তরগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার পর আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, তাদের সকলের উত্তরই মূলত একটি বিশেষ গুণের সাথে সম্পৃক্ত; আর তা হলো ধৈর্য। এটা অনুধাবনের পর আমি এই বিষয়ে একটি বই লিখতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম, কীভাবে আপনি আপনার সন্তানকে একজন ধৈর্যশীল মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবেন। যাতে সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হয়।

ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে ধৈর্যশীল হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। এমনকি আপনি যদি সন্তানকে তার পুরো জীবনে ধৈর্য ছাড়া আর কিছুই না শেখান, তাহলেও আপনি একজন সফল বাবা-মা হিসাবে গণ্য হবেন। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধৈর্যের চেয়ে উত্তম এবং বিস্তৃত কোনোকিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।[১]

এখন প্রশ্ন হলো, আপনি যদি আপনার সন্তানদের ধৈর্যশীল হিসাবে গড়ে তুলতে সফল হন, তাহলে তাদের জীবন কেমন হবে?

১. ধৈর্য আপনার সন্তানকে আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ উপভোগ করতে শেখাবে।

আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে গেলে আমাদের দুটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। প্রথমত ধৈর্যের সাথে আমাদের ইবাদতে লেগে থাকতে হয়। পরের ধাপে ধীরে ধীরে আমরা ইবাদতের স্বাদ অনুভব করতে থাকি।

---

১. *সহিহ বুখারি*, ১৪৬৯

এজন্য আমাদের সন্তানদেরও ইবাদতের স্বাদ উপভোগ করতে হলে, ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে ধৈর্যের সাথে প্রতিটি ইবাদতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এমনটা করতে পারলে, একটি সময়ে এসে তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ইবাদতে স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে। সাহাবিদের জীবনী পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে তারা ছোটবেলা থেকেই তাদের সন্তানদের আল্লাহর ইবাদতে অভ্যস্ত করে তুলেছেন।

ফলে আমাদেরও উচিত হবে এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হওয়া।

২. ধৈর্য আপনার সন্তানকে একটি কল্যাণময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাবে।

নিজের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা মনের কুটিরে ধরে রাখার শিল্প হলো ধৈর্য। আপনি যদি আপনার সন্তানকে ধৈর্যশীল হিসাবে গড়ে তোলেন, সে সর্বদা আরও সুন্দর ভবিষ্যতের আশা নিয়ে বাঁচতে শিখবে। ধৈর্য তাকে সবসময় তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

আপনার সন্তান যখন কোনো বিপদ, বিপাক কিংবা দুঃখজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে, আপনি তাকে বলুন, আমাদের জীবনচক্রও অনেকটা বৃক্ষের মতো। একটি বৃক্ষ যেমন বৈচিত্র্যে ভরা ছয়টি ঋতু অতিক্রম করে, আমাদেরকেও এরকম বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। বসন্তে আমরা ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। গ্রীষ্মে ফল পেড়ে ঘরে তুলি। এরপর শরৎ এলে স্বাপ্নিক এই প্রকৃতি হারিয়ে যেতে থাকে। এরপর হৃদয় কাঁপানো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে হাজির হয় প্রবল শীত।

কিন্তু প্রিয় সন্তান, মনে রেখো, আজকের এই শীত স্থায়ী হবে না; বরং আবারও আসবে বসন্ত। ফুলে-ফলে ভরে উঠবে আমাদের প্রকৃতি। গান গেয়ে উঠবে হাজারো পাখির সুললিত কণ্ঠ! সুতরাং তোমার স্বপ্ন পূরণে দেরি হলেও কখনো এ কথা ভাববে না যে, তা বুঝি আর কখনোই পূরণ হবে না!

৩. ধৈর্য আপনার সন্তানকে জীবনে সফল হতে সাহায্য করবে।

একটি ভাচ প্রবাদ আছে, এক স্তূপ বুদ্ধিমত্তা থেকে এক মুঠো ধৈর্য ভালো।

অনেকের ধারণা, মেধাবীরাই কেবল পড়াশোনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এ কথা সত্য নয়। কারণ অনেক মেধাহীন ছেলে বা দুর্বল মেধার অধিকারী

ছেলেও যখন ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়, তখন সে ওই মেধাবী ছেলে থেকেও ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে, যার মেধা থাকলেও ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতার গুণ নেই।

তাই আপনার সন্তান ও ছাত্রদের শেখান, সাফল্য মূলত দীর্ঘ ধৈর্য ও সহনশীলতার ফলাফল। মানুষের জীবনে ইহকালীন ও পরকালীন যত সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, সবকিছুর সাথে দীর্ঘ ধৈর্য ও অধ্যবসায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৪. ধৈর্যের কারণেই আপনার বার্ধক্যে সন্তান আপনার প্রতি যত্নশীল হবে।

আমরা কেউই জানি না বার্ধক্যের দিনগুলোতে আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে উপনীত হবে। নাজুক এই সময়টাতে প্রত্যেক বাবা-মায়ের জন্যই সন্তানের সঙ্গ ও সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়। আর এজন্য সন্তানের দিক থেকেও প্রচুর ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। কারণ, একটি ছোট অবুঝ শিশুর দেখাশোনা করার চেয়েও একজন বৃদ্ধ মানুষের দেখাশোনা করা অনেক কষ্টকর। তাই ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে ধৈর্যশীল হিসাবে গড়ে তুলুন।

৫. ধৈর্য আপনার সন্তানকে একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

ধৈর্য আমাদের জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে দৃঢ়, মজবুত ও স্থায়ী করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। জীবনের প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা যদি ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারি, তাহলে অবশ্যই সেগুলো স্থায়ী হবে। হজরত আবু দারদা রা. তার দাম্পত্যজীবনের সূচনালগ্নে স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, যখন আমি কোনো বিষয়ে রাগ করব, তুমি তখন আমাকে খুশি করার চেষ্টা করবে। আর তুমি কোনো বিষয়ে অসন্তুষ্ট হলে আমি তোমাকে খুশি করার চেষ্টা করব। আমরা যদি এমনটা করতে না পারি, তাহলে শীঘ্রই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে।

জীবনের প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হবে, হজরত আবু দারদা রা.-এর এই উপদেশ ও রীতিকে মেনে চলা।

৬. ধৈর্য আপনাকে আপনার সন্তানের কাছে একজন উত্তম বাবা-মা হিসাবে উপস্থাপন করবে।

আমি অনেক শিশুর সাথে কথা বলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমার দৃষ্টিতে বাবা-মা কোন কাজটি করলে তোমাদের ঘরের পরিবেশ সুন্দর থাকবে এবং তুমি নিজেকে সুখী মনে করবে?

তাদের প্রত্যেকেই জবাব দিয়েছে যে, বাবা-মা-সহ ঘরের সবাই যদি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তাদের সঙ্গে আচরণ করেন, তাহলেই তারা খুশি হবে। সুতরাং একজন বাবা কিংবা মা হিসাবে আমাদের এই বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

৭. ধৈর্য আপনার সন্তানের সময় ও সম্পদ বাঁচাবে।

আপনি কি জানেন, ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাবে জীবনে আপনি কত সময় ও সম্পদ হারিয়েছেন? এখন আপনার সন্তান যদি ধৈর্যশীল হয়, জীবনে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিলাস ও উল্লাস থেকে নিজেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে। ফলে তার অনেক সময় ও সম্পদ বেঁচে যাবে।

ঘরে-বাইরে, খাবার রান্নার সময় কিংবা খাবার খাওয়ার সময়, প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, ধৈর্যহীনতার কারণে আমরা অনেককিছু থেকে বঞ্চিত হই। আরেকটু ধৈর্যধারণ করলেই হয়তো সময়টি ও সুযোগটি ভালোভাবে কাজে লাগানো যেত। তাই জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের উচিত ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া এবং নিজ সন্তানকেও তা শেখানো।

৮. ধৈর্য আপনার সন্তানকে দুর্ভোগ ও দুর্যোগেও অবিচল থাকতে সাহায্য করবে।

ধৈর্যের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ফলে সে কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেও তা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। রাগ, হতাশা এবং দুঃখের অনুভূতিতে ভেঙে না পড়ে যেকোনো পরিস্থিতিতে অবিচল থাকতে পারে। সংকটময় মহূর্তগুলোতে আতঙ্কিত না হয়ে শান্ত ও ধীরস্থিরতার সাথে চিন্তা করতে সক্ষম হয়। অহেতুক নেতিবাচক চিন্তা করে করে নিজের সমস্যাগুলোকে আরও কঠিন করে না। বরং সে এই

কথা ভেবে নিজেকে আরও দৃঢ় রাখতে চেষ্টা করে যে, এসব বিপর্যয় ও প্রতিকূলতা জীবনেরই অংশ। সুতরাং এসবে ভেঙে পড়া বা হতাশ হওয়া যাবে না।

৯. ধৈর্য আপনার সন্তানকে সহনশীল এবং সুখী করে তুলবে।

ধৈর্যের সুন্দর একটা দিক হলো সহনশীলতা। অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া ছোট ছোট ভুল ও কষ্টকে যদি আপনি সহনশীলতার সাথে উপেক্ষা করে যেতে পারেন, তাহলে এটা আপনাকে সুখী ও সুস্থ রাখবে। কারণ, এটা আপনার বহু মানসিক চাপ এবং উত্তেজনাকে কমিয়ে দেবে। ফলে আপনার শরীর এবং মন দুটোই ভালো থাকবে। এর বিপরীতে আমরা যখন কোনো সামান্য বিষয় নিয়ে বারবার রেগে যাই বা কারও সাথে রাগারাগি করি, তখন নিজেরা আরও বেশি ক্লান্তি ও অসুস্থতা অনুভব করি।

১০. ধৈর্যের বিনিময়ে আমাদের সন্তানরা আখেরাতে অগণিত সওয়াব লাভ করবে।

আল্লাহ তাআলা ইবাদতসমূহের বিনিময়ে প্রতিদান দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম গ্রহণ করেছেন। কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে দশগুণ সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। আর কিছু ইবাদতের জন্য সাতশগুণ। কিন্তু ধৈর্যশীলদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদের প্রতিদান অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হবে। আর তা হলো অগণিত। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে কোনো হিসাব ছাড়াই প্রতিদান দেওয়া হবে।

[সুরা যুমার : ১০]

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশুদের ধৈর্য শেখানোর কিছু সৃজনশীল উপায়

এই ধৈর্যই তো আমাদের শিশুদের প্রয়োজন

হজরত লুকমান আ. তাঁর সন্তানকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। কুরআনুল কারিমে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সেই সংক্ষিপ্ত নসিহতে সন্তানকে কয়েক ধরনের ধৈর্যের আদেশ করেছেন। যেমন—

১. ইবাদত পালনে ধৈর্যধারণ করা।

২. গোনাহ পরিত্যাগ করতে ধৈর্য অবলম্বন করা।

৩. কোনো বিপদাপদ বা পেরেশানিতে ধৈর্যধারণ করা।

আমাদের এই পরিচ্ছেদে আমরা এই তিনটি বিষয়ে ধৈর্যধারণ সম্পর্কিত কিছু সৃজনশীল উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

সন্তানকে ধৈর্য শেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের সামনে এই প্রশ্ন আসে—

আপনার পিতামাতা আপনার জন্য কোন উপায়টি প্রয়োগ করেছিলেন এবং আপনি কি তা থেকে ধৈর্যধারণ শিখতে পেরেছেন?

দ্বিতীয়ত আপনি আপনার সন্তানদের ধৈর্যশীল হিসাবে গড়ে তুলতে কোন উপায়টি প্রয়োগ করেছেন?

আমাদের পরিবারগুলোতে এই বিষয়ে চমৎকার কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতা থাকে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে চিন্তা করা এবং যতটা সম্ভব তা থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করা।

আমাদের সমাজে কিছু মানুষকে দেখা যায় এই নীতিতে কাজ করেন যে, টাকা খরচ করো, ধৈর্যধারণের প্রয়োজন নেই।

ঘরের কোনো জিনিসপত্র ভেঙে গেলে তারা তা ফেলে দেয় এবং নতুন একটি কিনে নিয়ে আসে। কারণ, তা মেরামত করার ধৈর্য তাদের নেই। অথচ তারা

যদি নিজেরা সেটা মেরামত করার মতো ধৈর্যটুকু ধরতে পারত, তাহলে কাজটি সম্পন্ন হলে তারা নিজেরাই খুব খুশি হতো। বিশেষত আপনার সন্তান ও যখন এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করবে, তখন আপনি তাকে শিখিয়ে দেবেন কীভাবে ধৈর্যের সাথে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। এর একটি চমৎকার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ঘরোয়া কাজে পারস্পরিক এই অংশগ্রহণের কারণে একে অন্যের প্রতি মায়া-ভালোবাসার অনুভূতি তৈরি হয়, নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব কমে যায় এবং পরিবারের সবাই মিলে যৌথভাবে করা এই কাজগুলোই একটি সুন্দর স্মৃতি হয়ে হৃদয়ে অবস্থান করে। ফলে পরবর্তী সময়ে যখনই তারা এগুলো মনে করবে, আমাদের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।

আপনি কি চান আপনার সন্তান ভালো থাকুক?

জীবন যে সহজ নয়, এটা সকল পিতামাতাই জানেন। পিতামাতার মতো তাদের সন্তানদেরও জীবনের প্রতিটি পদে ও পদক্ষেপে নানা সংকট এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এমন অবস্থায় আমরা অভিভাবকগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ি।

১. প্রাণঘাতী করুণা ও মমতার দল

যারা সন্তানের জীবনে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের কথা চিন্তা করে তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে পড়েন, ফলে সন্তানদের জীবন আরামদায়ক এবং সহজ করার লক্ষ্যে নিজেরা সকলপ্রকার কষ্ট সহ্য করেন, সন্তানদের সকল চাওয়া পূরণ করেন, কিন্তু সন্তানদেরকে জীবনের কঠিন বাস্তবতাগুলো উপলব্ধি করা এবং তা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণটুকু দিতে অবহেলা করেন।

২. সঠিক সহানুভূতি ও দূরদর্শিতার দল

যারা জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের কথা চিন্তা করে সন্তানদের প্রতি সমবেদনা অনুভব করেন বটে; একইসাথে সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেন। ধৈর্য এবং প্রজ্ঞার সাথে প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা তাদেরকে শিখিয়ে দেন।

পাশাপাশি কোনো ধরনের কৃপণতা বা অপচয় না করে সন্তানের প্রয়োজনীয় চাওয়াটুকুও তারা পূরণ করেন।

প্রিয় অভিভাবক, প্রায় প্রত্যেক বাবা-মা-ই তাদের সন্তানকে একটি আরামদায়ক জীবন দানে চেষ্টা করেন। এটি খারাপ কিছু নয়। কিন্তু নিজেদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তার ফলাফল হয় খুবই দুঃখজনক। কারণ, শিশুরা যখন আরাম ও বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং বলামাত্র নিজেদের সকল চাওয়া ও অনুরোধ পূরণ হতে দেখে, তখন তারা ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ তারা যখন তাদের পিতামাতার নিকট থেকে যা চায় তা সহজেই পেয়ে যায়, তারা মনে করে জীবন বুঝি এমনই, এতটাই সহজ। কিন্তু এসব ব্যবস্থাপনার পেছনে বাবা-মায়ের অপরিসীম চেষ্টা ও পরিশ্রম সম্পর্কে তারা কোনো খবর রাখে না। ফলে এ ব্যাপারে তাদের মানসিক বা শারীরিক কোনো প্রস্তুতিও থাকে না। এভাবে শেষ পর্যন্ত তারা জীবনের কঠিন বাস্তবতাগুলো মোকাবেলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

সম্মানিত অভিভাবক!

একজন বাবা-মা হিসাবে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এই বিষয়ে আমাদের হৃদয়কে সবচেয়ে বেশি সান্ত্বনা দিতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট বা শ্রমনির্ভর করে।

[সুরা বালাদ : ৪]

আমরা যখন এই আয়াতটি পাঠ করব এবং বিশ্বাস করব যে, পৃথিবীর সকল মানুষই কোনো না কোনো কষ্ট ও শ্রমের মাঝে অবস্থান করছে, তাহলে আমাদের হৃদয় প্রশান্তি বোধ করবে। আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য অতি মাত্রায় কোনো আরামদায়ক জীবন গঠনে সচেষ্ট হব না। কারণ, এই পার্থিব জীবনে আসলে অবিমিশ্র কোনো আরাম ও শান্তি নেই।

প্রিয় অভিভাবক, আপনার জীবনে প্রধান লক্ষ্য যদি হয় সন্তানদের সকল চাওয়া ও প্রত্যাশা পূরণ করা এবং তাদেরকে যদি ধৈর্য ও সহনশীলতার

কোনো প্রশিক্ষণ না দেন, তাহলে আপনি তাদের কোনো কঠোর পরিশ্রম করতে দেখলে কষ্ট পাবেন, তাদের কোনো চাওয়া পূরণ করতে না পারলে কিংবা নিজেদের কোনো স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে না পারলে আপনি বিচলিত হয়ে পড়বেন। এজন্য আপনি ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করবেন। কিন্তু আপনি যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার এই কথায় নিশ্চিত থাকবেন যে, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট বা শ্রমনির্ভর করে', তখন আপনি আপনার সন্তানদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে প্রতিপালন করার চেষ্টা করবেন। যাতে তারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে এবং কোনো বিপদ বা কষ্টে আক্রান্ত হলেও সেগুলো যেন ধৈর্যের সাথে কাটিয়ে উঠতে পারে।

এজন্য সন্তানকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখেই আপনি দুঃখিত বা বিচলিত হয়ে পড়বেন না এবং নিজেই তার পক্ষ থেকে জীবনের ভার বইতে এগিয়ে আসবেন না। আপনি বরং তাকে তার সমস্যাটাকে সহজে সমাধান করতে সহযোগিতা করবেন এবং এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা কীভাবে করতে হয় তা শিখিয়ে দেবেন। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার সন্তান আজ যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে, এসবের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই আপনি তাকে একজন প্রকৃত প্রত্যয়ী মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

পিতামাতা হিসাবে সন্তানদের জীবনকে সহজ করে তোলা এবং যথাসম্ভব তাদের জীবনকে আরও আরামদায়ক করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব নয়। বরং বাবা কিংবা মা হিসাবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে, সন্তানদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া যে, কীভাবে জীবনের সকল সমস্যা ও সংকটের মোকাবেলা করা যায়। আমরা যদি এভাবে তাদেরকে যেকোনো পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে অভ্যস্ত করে তুলি, তাহলে তারা নিজেরাই ভবিষ্যতে নিজেদের শক্তি ও সাহস নিয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

আর যদি আমরা তাদেরকে আরামপ্রিয় করে গড়ে তুলি, জীবনকে তাদের সামনে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করি এবং জীবনের সমস্যাগুলো কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়, সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ না দিই, তাহলে পরবর্তী সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় মানসিক দৃঢ়তা থাকবে না। অথচ জীবনে সফল হতে গেলে মানসিক দৃঢ়তার বিকল্প নেই।

ধৈর্যশীল সন্তানের জন্য বিশেষ পুরস্কার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং অনেক জায়গায় তাদের প্রশংসা ও অগণিত প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলার এই নীতির অনুসরণ করে একজন বাবা-মা কিংবা শিক্ষক হিসাবে আমাদেরও উচিত নিজেদের ধৈর্যশীল সন্তান ও শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের ব্যাপারে যে চারটি আচরণ নির্ধারণ করেছেন, আমাদেরও উচিত তা অনুসরণ করা—

১. প্রথমত আমরা আমাদের ধৈর্যশীল সন্তান ও শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করব।

২. তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার কথা জানাব।

৩. ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে যেকোনো কাজ সম্পন্ন করতে আমরা তাদের সহযোগিতা করব।

৪. আমরা তাদেরকে কিছু বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করব।

আপনি কি আপনার সন্তানকে কখনো কোনো বিষয়ে ধৈর্যধারণ করায় পুরস্কৃত করেছেন?

এক বাবা বলেন, আমি আমার সন্তান নিয়ে সবসময় চিন্তা করতাম। কখনো এটা নিয়ে তার মায়ের সাথেও আলোচনা করতাম। অবশেষে নিজের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও স্ত্রীর সাথে আলোচনার পর এমন কিছু বিষয় চিহ্নিত করতে সক্ষম হই, যেগুলো সন্তানের ধৈর্যশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। যেমন, ফজরের নামাজ পড়তে গেলে তার ধৈর্যের অভাব ঘটে, পড়তে বসার সময় তার ধৈর্যের অভাব, মায়ের সাথে কোনো কাজ করতে গেলেও তার ধৈর্যহীনতা ইত্যাদি।

বিষয়গুলো চিহ্নিত করার পর আমি তার মায়ের সঙ্গে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করি, কীভাবে তার ধৈর্য বাড়ানো যায়। পরিকল্পনা অনুসারে আমরা তাকে

প্রতিশ্রুতি দিলাম, সে যদি কোনো বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে তাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

মহান আল্লাহর দয়ায় সে এতে বেশ উৎসাহিত হলো এবং পুরস্কার লাভের আশায় বেশি বেশি পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে লাগল। এখানে উল্লেখ্য যে, আমি তাকে এই পুরস্কারটি দেবো তার ধৈর্যের কারণে; কাজের ফলাফলের জন্য নয়। এবং আমি তাকে এ বিষয়েও আশ্বস্ত করেছিলাম, যেকোনো কাজে ধৈর্যধারণ করলেই সে পুরস্কৃত হবে। ফলে সে সকল বিষয়ে ধৈর্যধারণের নিরন্তর চেষ্টা করতে লাগল। আলহামদুলিল্লাহ, এতে অনেক ভালো ফল পাওয়া গেছে।

সবসময় সন্তানকে ধৈর্যের ওপর অটল-অবিচল রাখুন এবং পুরস্কৃত করুন।

কুরআনুল কারিমের সুরা আসর পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা সেখানে উল্লেখ করেছেন, সকল মানুষের মধ্যে একমাত্র তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যারা ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে এবং একে অন্যকে সততা ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

তাই বাবা-মা হিসাবে আমাদের কর্তব্য হলো, আমরাও আমাদের সন্তানদের ধৈর্যধারণের উপদেশ দেবো।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ধৈর্যধারণের উপদেশ দেবো?

মূলত আমাদের সন্তানদের ধৈর্যহীনতার অন্যতম কারণ হলো, আমরা তাদের সাথে এই বিষয়ে খুব সামান্যই আলোচনা করি। তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে, তাদেরকে মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে ধৈর্যের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা। আর দ্বিতীয় কাজ হবে, কোনো বিষয়ে ধৈর্যধারণ করলে তাদেরকে পুরস্কৃত করা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা তাদেরকে সময়-সুযোগে নিয়মিতভাবে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেবো, ধৈর্যশীল হয়ে গেছে ভেবে উপদেশ প্রদান বন্ধ করে দেবো না। কারণ, কোনো একটি বিষয়ে সে ধৈর্যশীল হওয়া মানেই কিন্তু সব বিষয়ে ধৈর্যশীল হওয়া নয়। আজ সে ইবাদতের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করছে, কাল তাকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে ধৈর্যধারণ করতে হবে। পরশু হয়তো কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে

তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। সুতরাং প্রতিনিয়ত আপনি তাকে ধৈর্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকবেন। পাশাপাশি খেয়াল রাখবেন, তার থেকে এই বিষয়ে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন কি না। যদি দেখতে পান সে ধৈর্যধারণ করছে, তাহলে তার প্রশংসা করুন এবং তাকে পুরস্কৃত করুন। এতে করে ধীরে ধীরে তার ধৈর্যের গুণ বাড়তে থাকবে।

আপনার ছেলে বা মেয়ের মাঝে ধৈর্যের কোন দিকটি পাওয়া যায়?

একটি কলম ও কাগজ নিন। এরপর আপনার সন্তানদের একজন করে নির্বাচন করে তার ধৈর্যের দিকগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন। খেয়াল করুন, কোন বিষয়ে সে বেশি ধৈর্যশীল। যে বিষয়ে সে বেশি ধৈর্যশীল, তা শনাক্ত করার পর আপনাকে তিনটি কাজ করতে হবে—

১. আপনি তার ধৈর্যের এই বিষয়টি তাকে অবহিত করুন, তাকে আনন্দিত করুন এবং এজন্য তার প্রশংসা করুন।

২. তার এই ধৈর্যধারণের জন্য তাকে পুরস্কৃত করুন।

৩. তার ধৈর্যের এই দিকটিকে তার মাঝে আরও ভালোভাবে বিকশিত করুন এবং এটিকে আরও ভালো উপায়ে ব্যবহার করুন।

আর যে বিষয়ে তার ধৈর্যের অভাব, সেই বিষয়ে তাকে তার শক্তিশালী ধৈর্যের দিকটিকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করুন। যেমন ধরুন, সে যদি তার মায়ের সাথে কথাবার্তা বা আচরণে ধৈর্য ধরে, কিন্তু ভাইয়ের সাথে অধৈর্য হয়ে রাগারাগি করে, তাহলে তাকে বলুন, তুমি তো তোমার মায়ের সাথে ধৈর্যের পরিচয় দাও। অথচ এটা কিন্তু কোনো চাট্টিখানিক কথা নয়। তাহলে তোমার পক্ষে তোমার ভাইয়ের সাথে ধৈর্যশীল আচরণ করা আরও সহজ।



মারধর ছাড়া শাসন করবেন যেভাবে



﴿إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ﴾

আমি তো আমার সাধ্যানুযায়ী সংস্কার করতেই চাই, তবে আমার কর্মসাধন আল্লাহ তাআলারই সাহায্যে। [সুরা হুদ, ৮৮]

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

মারধর ছাড়া শাসন করবেন যেভাবে

অনুবাদ ও সংযোজন
কাজী আছিফুজ্জামান

মাকতাবাতুল হাসান

মারধর ছাড়া শাসন করবেন যেভাবে
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি.
গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
৬৫/১, প্যারিদাস রোড, কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
সম্পাদক : আতাউস সামাদ
বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ
প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com – wafilife.com
ISBN : 978-984-29227-2-5
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com, rakib1203@gmail.com
fb.com/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ২০০/- টাকা মাত্র

Mardhor Chara Shason Korben Zevabe
By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা ৯

সতর্ক করার পূর্বে শাস্তি নয়!

আমি দুঃখিত আমি লজ্জিত! ১৬

ভুল সংশোধনে নবীজির আদর্শ ১৭

যে ভুলগুলো ভুল হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়া আবশ্যক! ১৯

যে ভুলগুলোর সংশোধনে তড়িঘড়ি নয়!

আপনিও কি এমন অভিভাবক? ২৩

কথায় কথায় রেগে যাওয়া এক মায়ের আত্মকথা ২৪

এ জাতীয় ভুলের সংশোধন কীভাবে করবেন? ২৬

যে ভুলগুলোর সংশোধনে বিলম্ব নয়!

ভুলের তাৎক্ষণিক সংশোধনে যা করণীয়! ২৯

ভুল সংশোধনে কখন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হবে? ৩০

চুল কাটার ইসলামি পদ্ধতি ৩০

ডান হাতে খেতে হয় বাম হাতে নয়! ৩১

সামাজিক শিষ্টাচার! ৩২

অন্যের ঘরে প্রবেশের শিষ্টাচার! ৩২

শয়ন করার শিষ্টাচার! ৩৩

ভুল সংশোধনে একতা একটি চমৎকার হাতিয়ার

পারিবারিক নিয়মশৃঙ্খলা ৩৫

করণীয় ৩৫

বর্জনীয় ৩৬

পারিবারিক শৃঙ্খলা বাস্তবায়নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করতেন? ৩৮

নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করা!

নিজের ভুল সংশোধনে সন্তানকে যেভাবে সাহায্য করতে পারেন! ৪২
আমি ভুল করে ফেলেছি, এখন এর সংশোধন করব কীভাবে? ৪৩
মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করুন! ৪৪
এভাবেও মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করা যায়! ৪৫
পরকালেও যে সেতু পার হওয়া যাবে না টোল ছাড়া! ৪৫
পরকালে সবচেয়ে দরিদ্র কে হবে? ৪৬

সন্তানের অন্যায়ের স্বীকারোক্তির পর আপনার করণীয় কী?

কিশোর ও তরুণরা কেন ভুলের কথা মা-বাবা থেকে লুকায়? ৪৮
সন্তান মা-বাবার কাছে কখন তার অন্যায়ের কথা বলে? ৪৯
এক. সন্তানকে অভয় দিন। ৫০
জনৈক যুবক ও তার বিচক্ষণ বাবার গল্প ৫০
দুই. পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার শিক্ষা দিন। ৫২
সাহাবি আবুল ইয়াসার রা.-এর পাপমুক্তির ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা ৫২
তিন. অন্যায় গোপন রাখুন; জনে জনে বলা থেকে বিরত থাকুন। ৫৩
মায়েয আসলামি রা.-এর ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন ৫৩
চারটি কাজ করলে সন্তান আপনার কাছে তার অন্যায়-অপরাধের কথা বলতে উৎসাহিত হবে ৫৪

আপনি নন সন্তানের শাসক!

আপনার সামনে সন্তানের ভুল সংশোধনের দুইটি পন্থা, আপনি কোনটি অবলম্বন করবেন? ৫৬
মেয়েটি এখন ভালো হয়ে গিয়েছে! ৫৭
তুমি তো শৈশবে এমন ছিলে না ৫৮

নামাজ তাকে অন্যায় থেকে ফেরাবে

নামাজ মুসলিম পরিবারের আভিজাত্য! ৬১
অবশেষে নামাজই তাকে অন্যায় কাজ থেকে ফেরাল ৬১

নামাজের মাধ্যমে কি সন্তানের ভুল সংশোধন সম্ভব? ৬২
মুসলিম পরিবারে নামাজের গুরুত্ব ৬৩
এক খিটখিটে স্বভাবের নারীর প্রশ্ন ও আমার উত্তর ৬৪

নয় শুধু তিরস্কার, দিতে হবে পুরস্কার

আপনিও কি শুধু তিরস্কারই করেন? ৬৮
শৈশবে আমার মা-বাবার শিক্ষা ৬৮
সে পাওয়ার কথা পুরস্কার, অথচ আপনি করছেন তিরস্কার ৭০
সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে তাকে কীভাবে পুরস্কার দেবেন? ৭১
দোয়া একটি উত্তম পুরস্কার ৭২

ভর্ৎসনা নয়, প্রশংসা করুন

অন্যের মুখে সন্তানের প্রশংসা শুনলে আপনার কেমন লাগে? ৭৪
প্রশংসা ভালো কাজে অবিচল থাকতে সহায়তা করে ৭৪
শিশুদের প্রশংসায় প্রিয় নবীজির অনুপম আদর্শ ৭৪
শয়তান ও তার সন্তানদের কথোপকথন ৭৭
সন্তান আপনার মুখ থেকেই তার প্রশংসা শুনতে চায় ৭৮

ভুল সংশোধনে আলোচনা একটি কার্যকরী পদক্ষেপ

একটি ২০ টাকার নোট ও আমার ধূমপান ছেড়ে দেওয়া ৮০
দুই শ্রেণির অভিভাবক ৮১
একজন কর্মব্যস্ত চিকিৎসকের অব্যক্ত আর্তনাদ ৮২
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন যুবকের আনন্দের কথা ৮২
সাহাবাজীবনে আদর্শ অভিভাবকের দৃষ্টান্ত ৮৩

ভালোই মন্দকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে!

আত্মশুদ্ধি কেন প্রয়োজন? ৮৬
অবসর সময়কে কী কাজে ব্যস্ত রাখবেন? ৮৭
হাতেকলমে ভুল ধরিয়ে দিন ৮৭
শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না ৮৮
আত্মশুদ্ধির দোয়া ৮৯

ভুল সংশোধনে পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব

ভুল সংশোধনে পারিবারিক সম্প্রীতি.....৯২
পরিবারের মধ্যে থেকেও পরিবারহীন.....৯২
শয়তান পারিবারিক বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়!.....৯৩
সন্তান আপনার থেকে ভুল শিখছে না তো?.....৯৪
একে অপরের ভুল সংশোধন করি.....৯৫
তাকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করুন.....৯৬

আল্লাহর ভয় তার ভুল সংশোধন করবে

শাস্তির ভয় নয়, আল্লাহর ভয়.....৯৮
ভুল সংশোধনের সর্বোত্তম পন্থা.....৯৯
মৃত্যুর স্মরণ একটি প্রতিষেধক.....১০০
শিশুরা কি জানাজায় উপস্থিত হতে পারবে, কবরস্থানে যেতে পারবে?.১০১
অপচয় রোধ করতে যা করবেন.....১০১
খেয়ানত থেকে বাঁচার উপায়.....১০২

দোয়া একটি অব্যর্থ হাতিয়ার

দোয়ার মাধ্যমে ভুলের সংশোধন করুন.....১০৪
আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দান করুন.....১০৪
তোমার মা যেন তোমার জন্য দোয়া করেন.....১০৫
দোয়ার উপকারিতা.....১০৬
বদদোয়ার ক্ষতি.....১০৭

প্রারম্ভিকা

বর্তমানে আমাদের কোমলমতি সন্তানরা অসংখ্য জটিল অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। একই ভুল বারবার করছে এবং দিনদিন তারা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। গতানুগতিক পন্থায় এর সংশোধনও এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, কালের বিবর্তনে অন্যায়-অপরাধের গতিপ্রকৃতি যেমন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ঠিক এর সংশোধনের পথ ও পন্থা পরিবর্তন করাও আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল পদ্ধতিগত পরিবর্তনই এর জন্য যথেষ্ট নয়; বরং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা এখন সময়ের অন্যতম দাবিতে পরিণত হয়েছে।

-আমি একাধিক অভিভাবকের কাছে জানতে চেয়েছি; আপনাদের সন্তানরা অন্যায় অপরাধ করলে আপনারা তাদের কী শাস্তি দেন?

-তাদের অনেকেই বলেছেন, আমাদের মা-বাবা আমাদের যে শাস্তি দিতেন আমরাও তাদের সে শাস্তিই দিই। যেমন কখনো তাদের মারধর করি, কখনো চিৎকার-চেঁচামেচি করি, কখনো তিরস্কার-ভর্ৎসনা করি, কখনো গালমন্দ করি, কখনো কখনো তাদের হাতখরচ দেওয়া বন্ধ করে দিই। এমনকি কখনো কখনো তাদের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্কও করি!

-আমি বললাম, এর ফলাফল কী?

-তারা বললেন, কোনো ফলাফল নেই, বরং দিনদিন আমাদের মানসিকতা বিগড়ে যাচ্ছে এবং আমাদের স্বভাব কঠোর থেকে কঠোর হয়ে যাচ্ছে। দিনদিন আমরা যেন উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি। আমাদের সন্তানরা হঠকারী হয়ে যাচ্ছে। তাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঘরকে তারা অপছন্দ করছে। দিনদিন তাদের নীরবতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এককথায় সন্তান মানুষ করতে আমরা ব্যর্থ, অক্ষম ও নিরাশ হয়ে গিয়েছি। সন্তানদের প্রতি আমাদের ঘৃণা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং তারাই এখন আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তখন আমি তাদের বললাম, আমি আপনাদের অভিনব কিছু পন্থার কথা বলতে পারি! যে পন্থাগুলো অবলম্বন করলে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের

সন্তানদের ভুল সংশোধন করতে পারবেন। সন্তানের ভুল সংশোধনে এ পন্থাগুলো বেশ কার্যকরীও বটে। বইটিতে এ বিষয়টিই আলোচনা করেছি বিস্তারিতভাবে।

এখানে বেশ কিছু পন্থা উল্লেখ করেছি, যে পন্থাগুলো অনুসরণ করলে আপনি জানতে পারবেন, কীভাবে চিৎকার-চেঁচামেচি ও মারধর ছাড়াই সন্তানের ভুল সংশোধন করা যায় এবং শারীরিক শাস্তি না দিয়েও কীভাবে সন্তানের ভুল সংশোধন করা যায়! এ পন্থাগুলো উল্লেখ করার পর এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছি, কখন ও কীভাবে আপনার অবাধ্য সন্তানকে শাস্তি দেবেন!

শরিয়তের অকাট্য মূলনীতি, মানুষের আবেগানুভূতি ও সমকালীন যথার্থ, কার্যকরী চিন্তার ওপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের আলোচনাকে সাজিয়েছি।

এ বইটির প্রধানতম লক্ষ্য হলো, মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যকার নষ্ট হয়ে যাওয়া সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি যে, অধিক মারধর, চিৎকার-চেঁচামেচি ও হঠকারিতা আমাদের ঘরবাড়িকে একটি যুদ্ধক্ষেত্র ও বিষাদময় এক উপত্যকায় পরিণত করেছে।

আমাদের পরিবারগুলোতে আবার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রশান্তি ও ভালোবাসা ফিরে আসুক! আল্লাহ তাআলা আমাদের এ কামনাকে সত্য করে দিন এবং সন্তানদের ভুল সংশোধনে আমাদেরকে অভিনব চিন্তা দান করুন! যে চিন্তার মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তানদের ভুলগুলো সংশোধন করতে পারব। এর বিনিময়ে তিনি যেন আমাদের সঠিক পথের দিশা দেন এবং আমাদের সন্তানদের সুমতি দান করেন!

এক যুবকের ঘটনা

আমি সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান। ফসলের খেতসমৃদ্ধ এক বিস্তীর্ণ গ্রামে আমাদের বাড়ি। খেত থেকে তুলা ও ভুট্টা সংগ্রহ করার পর আমরা ভুট্টা খেতের পরিত্যক্ত ছালবাকল আমাদের বাড়ির ছাদে সংরক্ষণ করে রেখে দিই যেন চুলা জ্বালানোর কাজে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। আমার মা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন ক্রুদ্ধ হতেন তখন আমার সঙ্গে আশ্চর্যজনক এক কৌশল অবলম্বন করতেন। আমার কোনো অন্যায়ের কারণে যদি তিনি আমাকে শাস্তি দিতে চাইতেন তখন তিনি আমাকে বলতেন, যাও ছাদে গিয়ে একটা লাঠি নিয়ে এসো! শৈশবে আমি

বেশ দুরন্ত ও ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। তাই আমি ছাদে গেলে সহজে নিচে নামতাম না। ছাদে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে ছোট্ট একটি লাঠি নিয়ে ফিরে আসতাম। আর ততক্ষণে আমার মায়ের রাগও প্রশমিত হয়ে যেত।

জীবন আপন গতিতে চলছিল। এভাবে দেখতে দেখতে স্কুলজীবন, কলেজজীবন ও বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনও সমাপ্ত হয়ে গেল। শহরে আমার একটি ভালো কর্মক্ষেত্রেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল। একদিন আমি মায়ের সঙ্গে বসে শৈশবের স্মৃতিচারণ করছিলাম। মাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

-মা! শৈশবে আপনি যখন আমাকে কোনো কারণে শাস্তি দিতে চাইতেন তখন লাঠি আনার জন্য আমাকে ছাদে পাঠাতেন। এ কাজটি আপনি কেন করতেন?

মা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললেন, দুটি কারণে আমি এ কাজটি করতাম। এক. তুমি ভুল করার সঙ্গে সঙ্গেই যদি আমি তোমাকে মারধর করতাম তাহলে আমার পূর্ণ রাগ তোমার ওপরে গিয়ে পড়ত এবং আমার রাগ আরও বৃদ্ধি পেত। তাই আমি তোমাকে ছাদে পাঠিয়ে দিতাম। আর স্বভাবতই তুমি আমার ভয়ে ছাদ থেকে দেরি করে নামতে; ইতিমধ্যে আমার রাগও কিছুটা প্রশমিত হয়ে যেত। দুই. দ্বিতীয় যে কারণে আমি তোমাকে ছাদে পাঠাতাম সেটি হলো, তুমি যেন এমন লাঠি আনো যেটি দিয়ে আঘাত করলে ব্যথা কম লাগবে। পক্ষান্তরে আমার রাগ আমাকে এমন লাঠি নির্বাচন করতে বাধ্য করত যেটি দিয়ে আঘাত করলে ব্যথা বেশি লাগবে।

এ কথা বলতে গিয়ে আমার মায়ের চোখের পাতা দুটি ভিজে উঠল। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, তুমি তো শৈশবে ভদ্রই ছিলে। তবে আমি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যই কেবল তোমার সঙ্গে এমন করতাম। কারণ, আমি জানতাম তুমি যা করছ তা শিশুসুলভ ভুল ছাড়া কিছু নয়। যে ভুল সংশোধনে মারধর করার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল ভীতি প্রদর্শন করা।

মা আমাদের মারেন কিন্তু বাবা আমাদের সঙ্গে যা করেন তা আমরা সহ্য করতে পারি না!

একজন মা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদিন আমি আমার বোনের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। বোন চা-নাশতা তৈরি করার জন্য ভেতরে গেলে আমি তার বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করলাম,

-তোমরা দুষ্টুমি করলে মা কি তোমাদের মারেন?

তারা বলল, হ্যাঁ! তবে বাবা আমাদের সঙ্গে যা করেন তা আরও কঠিন।

তাদের উত্তর শুনে আমি একমুহূর্তের জন্য থ বনে গেলাম।

তারপর তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা তোমাদের সঙ্গে কী করেন?

তারা বলল, আমরা কোনো অন্যায় করলে বাবা আমাদের বলেন, তোমাদের এমন কাজে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি! তারপর তিনি একেবারে চুপ হয়ে যান।

বাবার এমন আচরণ মায়ের চিৎকার-চেঁচামেচি ও মারধরের চেয়েও আমাদের কাছে বেশি কঠিন মনে হয়। চিৎকার-চেঁচামেচি ও মারধর আমাদেরকে অন্যায় কাজে অভ্যস্ত করে তোলে। কিন্তু বাবার দুঃখভারাক্রান্ত চেহারা আমরা সহ্য করতে পারি না।

একটি অভিজ্ঞতার গল্প

একজন পিতা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার ছেলে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনে শান্তির বিভীষিকা নেমে আসে। কয়েক বছর তার সঙ্গে এমন আচরণ করার ফলে সে চূড়ান্ত পর্যায়ের বেয়াদব হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর সে বাৎসরিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। কিছুদিন পরে সে নামাজ পড়াও ছেড়ে দেয়। তখন আমি তাকে মন থেকে অপছন্দ করা শুরু করি। তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই, এমনকি তার চেহারার দিকে তাকাতেও আমার বিরক্তি লাগা শুরু করে।

একদিন রাতে আমি কাজ থেকে ফিরে তার ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। গিয়ে দেখি ঘরের জানালাও খোলা এবং সে কোনো কাঁথা-কম্বল ছাড়া এমনিই ঘুমিয়ে আছে। এদিকে বাহিরে প্রচণ্ড শীত। পুত্রের এ অবস্থা দেখে আমার ভেতরে পিতৃত্বের আবেগ-অনুভূতি জেগে উঠল। তখন আমি জানালা বন্ধ করে দিলাম এবং কম্বল দিয়ে তাকে ঢেকে দিলাম। তার ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ানোমাত্রই আমার ভেতরে আশ্চর্য এক অনুভূতি জেগে উঠল। তখন আমি আবার তার কাছে গেলাম এবং তাকে চুমু খেয়ে চলে এলাম।

পরেরদিন সকালে আমরা আবার পূর্বের মতো নীরবতা ও রূঢ়তার সম্পর্কে ফিরে গেলাম। কয়েকদিন পর হঠাৎ তার মধ্যে আমি অবস্থার উন্নতি দেখতে পেলাম। দেখলাম সে নামাজ আদায় করা শুরু করেছে। কখনো কখনো সে লেখাপড়াও করছে। এমন দৃশ্য আমি দীর্ঘ কয়েক বছর দেখিনি। এমনকি সে

তার বিভাগীয় পরীক্ষায়ও ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কয়েকদিন পর লক্ষ করলাম, সে আমার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায় এবং হাসে।

তার মধ্যে এ বিরাট পরিবর্তন দেখে তার মা তার কাছে এ পরিবর্তনের রহস্য সম্পর্কে জানতে চাইল।

সে বলল, এ পরিবর্তনের রহস্য বাবা!

তার কথায় তার মা আশ্চর্য হয়ে বলল, কীভাবে? তিনি কী করেছেন?

সে বলল, একদিন রাতে বাবা কাজ থেকে ফিরে দেখতে পেলেন, আমার ঘরের জানালা খোলা এবং আমি কোনো কাঁথা-কম্বল না জড়িয়েই ঠান্ডার মধ্যে ঘুমিয়ে আছি। তখন তিনি জানালা বন্ধ করে দিলেন এবং কম্বল দিয়ে আমাকে ঢেকে দিলেন। ফিরে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে ঘুমন্ত মনে করে চুমু খেলেন। কিন্তু আমি ঘুমন্ত ছিলাম না; বরং আমি ঘুমের ভান ধরে ছিলাম, যেন আমি বাবার চেহারা না দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে কথা না বলি। কিন্তু বাবা যখন আমাকে চুমু খেলেন তখন আমি অনুভব করলাম, তিনি এখনো আমাকে ভালোবাসেন এবং আমার মধ্যে তিনি এখনো কল্যাণ দেখতে পান।

আমার ভেতরে তখন এ অনুভূতি জেগে উঠল যে, আমি চাইলে এখনো ভালো হতে পারি। এর আগে আমি নিজের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি নিজেকে মনে করতাম ব্যর্থ, মুনাফিক। আমার মনে হতো আমার বেঁচে থাকারই কোনো অধিকার নেই। কিন্তু বাবা যখন আমাকে চুমু খেলেন তখন আমার মনে হলো, তিনি একজন ভালো বাবা! তার সঙ্গে আমি যা করছি তা করা আমার জন্য মোটেও উচিত নয়। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি নিজের অবস্থা পরিবর্তন করব এবং ভালো হয়ে যাব।

সমস্ত প্রশংসা আমার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন এবং নিজের প্রতি আমার আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে আমি যে অবস্থায় আছি সে অবস্থায় আসতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। বাবার এক পিতৃসুলভ স্পর্শ আমার জীবনে এমন দুর্বিনীত গতি দান করেছে। জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে কয়েক বছরের পরিশ্রমের বিপরীতে যা আমার জন্য যথেষ্ট।

সম্মানিত অভিভাবক!

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আপনি আপনার সন্তানের ভুল সংশোধনে তখনই সফল হবেন যখন আপনি এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাওফিকপ্রাপ্ত হবেন। যখন আপনি আপনার সন্তানের ভুল সংশোধনে ব্যর্থ হবেন তখনও আপনাকে মনে করতে হবে আপনি এ ব্যাপারে তাওফিকপ্রাপ্ত হননি। একইভাবে যখন আপনি আপনার সন্তানের ভুল সংশোধনে সফল হবেন, তখন তা নিজের মেধা ও সক্ষমতার কৃতিত্ব বলে আত্মপ্রতারিতও হবেন না। জেনে রাখুন! যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাওফিক না হতো, তাহলে এ কষ্টসাধ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি কিছুতেই সফল হতে পারতেন না। আল্লাহর নবী শুআইব আ.-এর নিম্নের এ বক্তব্য থেকে জীবনের পাঠ গ্রহণ করুন!

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾

আমি তো আমার সাধ্যানুযায়ী সংস্কার করতেই চাই, তবে আমার কর্মসাধন আল্লাহ তাআলারই সাহায্যে। [সূরা হুদ, ৮৮]

আসুন, আমরা বাস্তবজীবনে এ বইটিতে উল্লেখিত চিন্তা ও পন্থার বাস্তবায়নের সামর্থ্য কামনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে সংস্কারকারী অভিভাবকগণের কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফিক চাই। আমাদের এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সন্তানদের জন্য পথের দিশারি বানিয়ে দেন; আল্লাহ তাআলার সকাশে আমরা সে প্রার্থনাই করি। নিশ্চয়ই তাঁর পবিত্র সত্তাই এর নিয়ন্ত্রক এবং তা বাস্তবায়নে সক্ষম।

আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
সোমবার, ০১ রমজান ১৪৩৭ হি.
০৬ জুন ২০১৬ খ্রি.

সতর্ক করার পূর্বে শাস্তি নয়!



আমি দুঃখিত আমি লজ্জিত!

প্রতিদিন আমরা কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। আমি এমনই একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। একদিন আমার দশ বছর বয়সী মেয়ে আমাকে বলল, আমি আমার টুথব্রাশ খুঁজে পাচ্ছি না, তাই আপনার ব্রাশ দিয়েই দাঁত মেজে ফেলেছি! তার এই কথা শোনামাত্রই তাকে আমি খুব কঠোর ভাষায় ধমক দিলাম এবং পাগলের মতো চিৎকার করে বললাম, এটা তুমি কী করলে? সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশটি নিয়ে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিলাম। এরপর প্রায় আধাঘণ্টা ধরে তাকে বকাঝকা করলাম। আমার এমন কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখে আমার মেয়ে আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল।

তখন আমি তাকে বললাম, টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের মাড়িতে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে কখনো কখনো রক্ত বের হয়। রক্তের জীবাণু একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ ঘটায়। তখন আমার মেয়ে বলল, একজনের ব্রাশ অন্যজন ব্যবহার করলে যে এমন ক্ষতি হয় এটা তো আমি জানতাম না। আপনি তো আগে কখনো এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলেননি! আমি তো প্রায় সময়ই আমার ব্রাশ খুঁজে না পেলে আপনার ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে ফেলি। মেয়ের এমন কথা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি তখন মনে মনে বললাম, সত্যিই তো আমি তাকে এ বিষয়ে কখনো সতর্ক করিনি। অপরাধ তো তাহলে আমার নিজের। আমি নিজেই তো অপরাধী! সে তো না জেনেই কাজটি করেছিল। তখন আমি খুব দুঃখ পেলাম এবং খুব লজ্জিত হলাম।

আমাদের সন্তানরা বিভিন্নরকম ভুল কাজ করে এবং তাদের অজান্তেই বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। বিষয়টি আমরা যখন জানতে পারি তখন তারা কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা তাদেরকে মারধর, বকাঝকা করতে থাকি। এ বিষয়ে ইসলাম আমাদের কী বলে? আমাদের সন্তান যখন কোনো অন্যায় করে ফেলে তখন ইসলামের দিগ্‌নির্দেশনা হলো, শুরুতেই তাকে আমরা মারধর, তিরস্কার, ভর্ৎসনা করব না; বরং প্রথমে

আমরা অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে বলব, তুমি যে কাজটি করেছ সেটি একটি অন্যায় কাজ। তাকে এ কাজের ক্ষতি সম্পর্কে অবগত করব। কয়েকবার বিভিন্নভাবে তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করব। এরপরেও যদি সে সতর্ক না হয় তাহলে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে বিষয়টির ক্ষতি সম্পর্কে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব। এতেও যদি সে নিবৃত্ত না হয়, তখন তাকে ধমক দিয়ে কিছুটা কঠোর ভাষায় নিষেধ করব। কয়েকবার এমন করার পরও যদি সে বিরত না হয়, তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার পথ বেছে নেব। তবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও শুরুতেই মারধরের পথ বেছে নেব না।

এ ব্যাপারে ইমাম গাজালি রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*-এ লিখেছেন,

সন্তানদের অপরাধ দমন ও ভুল সংশোধনে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করা প্রত্যেক অভিভাবকের জন্য আবশ্যক!

এক. জানানো (অর্থাৎ অপরাধীকে জানানো, সে যা করছে সেটি অন্যায়)।

দুই. কোমল ভাষায় উপদেশের মাধ্যমে বোঝানো।

তিন. নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা (মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অশালীন শব্দ বলা থেকে বিরত থাকতে হবে)।

চার. কঠোরতার সঙ্গে নিষেধ করা (খেলনা ভেঙে ফেলা বা এ জাতীয় কিছু করার মাধ্যমে কঠোরতা প্রদর্শন করা)।

পাঁচ. শাস্তির ভয় দেখানো।

ছয়. শাস্তি দেওয়া।[১]

ভুল সংশোধনে নবীজির আদর্শ

ইসলামের সূচনালগ্নে নামাজের মধ্যে কথা বলা, এদিক-সেদিক তাকানো বৈধ ছিল। ধীরে ধীরে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন মাত্র নামাজে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়েছে। এদিক-সেদিক তাকানো তখনও নিষিদ্ধ হয়নি। এমন

১. *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/৩৪০-৩৪৪; *মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন*, পৃ. ১৩৪-১৩৫, ঈষৎ পরিমার্জিত

সময়ের একটি ঘটনা। মুআবিয়া ইবনুল হাকাম সুলামি রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রিয় সাহাবি। তিনি তখন সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামের সকল বিধিবিধান তখনও তিনি জানতেন না। মসজিদে নববিতে নামাজের মধ্যে তার পাশের এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে তিনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে উঁচু আওয়াজে হাঁচির উত্তর দিয়ে ফেলেন। তখন আশপাশের সব মুসল্লি তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? তখন তারা আমাকে চুপ করানোর জন্য তাদের উরুর ওপর হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগল। যখন আমি দেখলাম, তারা আমাকে চুপ করতে বলছে তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম।

আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে-পরে তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষক আর কখনো দেখিনি। তিনি যথারীতি নামাজ শেষ করলেন। নামাজ শেষে তিনি আমাকে ধমক দেননি, আঘাত করেননি বা গালমন্দও করেননি। তিনি শুধু আলতো করে বলেছেন, এটি নামাজ। নামাজের মধ্যে মানবীয় কোনো কথা বৈধ নয়। নামাজে কেবল তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন তেলাওয়াত বৈধ।[২]

সম্মানিত অভিভাবক!

উল্লিখিত ঘটনাটি লক্ষ করুন! সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা এ সাহাবি মনে করেছিলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো নামাজ শেষে তাকে ধমক দেবেন বা তিরস্কার করবেন। কিন্তু নবীজি থেকে তিনি এমন কোনো আচরণ না পেয়ে যারপরনাই আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে-পরে তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষক আর কখনো দেখিনি। নামাজ শেষে তিনি আমাকে ধমক দেননি, আঘাত করেননি বা গালমন্দও করেননি। তিনি শুধু আলতো করে বলেছেন, এটি নামাজ। নামাজের মধ্যে মানবীয় কোনো কথা বৈধ নয়। নামাজে কেবল তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন তেলাওয়াত বৈধ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল সংশোধনে মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, মানুষ যদি মসজিদে শিশুদের ভুল সংশোধনে এ

---

২. *সহিহ মুসলিম*, ৫৩৭

আদর্শের অনুসরণ করত তাহলে কখনো কোনো শিশু মসজিদ ছেড়ে চলে যেত না। যেসব শিশু মসজিদের আদব রক্ষা করে না এবং সঠিকভাবে নামাজ আদায় করে না, তাদেরকে এ কথার দোহাই দিয়ে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয় যে, তারা তো বড় মানুষের নামাজ নষ্ট করছে। শিশুদের কেউ যদি কখনো মসজিদে কোনো ভুল করে, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে যে আচরণ করেছেন আমাদেরও উচিত সেই আদর্শের অনুসরণ করা। ভুলকারী ওই শিশুর সঙ্গে আমরা কোমলতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ভাষায় কথা বলব এবং তাকে মসজিদের আদব ও নামাজের সঠিক নিয়মকানুন শিখিয়ে দেবো। মসজিদে কোনো শিশুর ভুল সংশোধনে নিম্নের তিনটি ভুল কখনোই করব না।

এক. শিশুদের মারব না।

দুই. শিশুদের তিরস্কার করব না।

তিন. কর্কশ কণ্ঠে শিশুদের সঙ্গে কথা বলব না।

মসজিদে শিশুদের ভুল সংশোধনে এটিই নবীজির আদর্শ ও মূলনীতি।

যে ভুলগুলো ভুল হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়া আবশ্যক!

আমাদের সন্তানদের অনেকে না জেনেই অনেক ভুল কাজ করে ফেলে। তাদের ভুল সংশোধনেও রয়েছে ইসলামের সুমহান আদর্শ। আব্বাদ ইবনে শারাহিল রা.। তিনিও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রিয় সাহাবি। তিনি জানতেন না অন্যের জিনিস না বলে নেওয়া হারাম। তিনি একবার অন্যের খেতে ঢুকে খেতের মালিকের অনুমতি ছাড়াই খেত থেকে গম নিয়েছিলেন। নবীজি তখন তাকে অত্যন্ত কোমল ভাষায় বলেছিলেন, তুমি যা করেছ সেটা অন্যায়। নবীজি তাকে তিরস্কারও করেননি বা আঘাতও করেননি।

আব্বাদ ইবনে শারাহিল রা. বলেন, একবার আমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তখন আমি আমার চাচাদের সঙ্গে মদিনায় চলে এলাম। মদিনার একটি গমের খেতে ঢুকে শিষ থেকে গম ছিঁড়ে কিছু গম খেলাম আর কিছু গম জামার কোঁচড়ে নিয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে বাগানের মালিক এসে উপস্থিত হলেন, তারপর আমার জামা ও গম নিয়ে নিলেন এবং আমাকে মারলেন। আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে লোকটির বিরুদ্ধে

অভিযোগ করলাম। নবীজি লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী কারণে তুমি তার সঙ্গে এমন আচরণ করেছ? লোকটি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে আমার গমখেতে ঢুকে গম নিয়েছে। তখন নবীজি বললেন, সে জানত না আর তুমি তাকে শিক্ষাও দাওনি, সে ক্ষুধার্ত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবারও খাওয়াওনি। তুমি তার জামা ফেরত দিয়ে দাও!

জারহাদ আসলামি রা.। তিনি মসজিদে নববির মাদরাসাতুস সুফফার ছাত্র এবং দরিদ্র মুসলিমদের একজন। তিনি একবার হাঁটুর ওপরে কাপড় উঠিয়ে বসে ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন, তুমি উরু ঢেকে বসো। কারণ, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

আপনি যদি আপনার সন্তানকে কখনো এমন অবস্থায় দেখেন, তখন তাকে ধমক না দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আদর্শের অনুসরণ করুন।

সন্তানের ভুল সংশোধনে কেবল মৌখিক শাসনই যথেষ্ট নয়; বরং প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমেও এর চর্চা করতে হবে। নবীজীবনে যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। কালদা ইবনে হাম্বল রা. বলেন, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া রা. একবার কিছু জিনিস দিয়ে আমাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালেন। নবীজি একটি উপত্যকায় তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি গিয়ে সালাম না দিয়ে এবং অনুমতি না নিয়েই সরাসরি তাঁর তাঁবুতে ঢুকে গেলাম। নবীজি তখন আমাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং বলো, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? নবীজি তাকে কারও ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে সালাম দেওয়া এবং অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি প্রায়োগিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে এমন করেছিলেন।[৪]

রাফে ইবনে আমর গিফারি রা. বলেন, বালক বয়সে এক আনসারি ব্যক্তির খেজুর গাছে আমার ঢিল ছোড়ার অপরাধে আমাকে ধরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনা হলো।

নবীজি আমাকে বললেন, হে বালক! কেন তুমি খেজুর গাছে ঢিল ছুড়েছ?

---

৩. *সুনানুত তিরমিজি*, ২৭৯৮

৪. *সুনানু আবি দাউদ*, ৭১৭৬

আমি বললাম, খাওয়ার জন্য!

তিনি বললেন, খেজুর গাছে ঢিল ছুড়ো না, তবে গাছের নিচে যে ফল ঝরে পড়ে তা খাও! তারপর তিনি আমার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ, আপনি তার ক্ষুধা নিবারণ করে দিন!

শিশুদের ভুল সংশোধনের পরে তাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আমরা আমাদের সন্তানদের ভুল সংশোধনের পরে নবীজির এ আদর্শের অনুসরণ করলে আমাদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যাবে। তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুগত হবে। ইনশাআল্লাহ!



ভালো মা কীভাবে হবেন?



আমার একমাত্র আত্মজা

সাফিয়াকে

আল্লাহ তাআলা তাকে সাফিয়া রা.-এর মতো

সাহসী ত্যাগী ও ভালো মা বানান।

ভালো মা কীভাবে হবেন?

শামীম আহমাদ

সম্পাদনা

মুফতি ফারুকুজ্জামান

মাকতাবাতুল হাসান

ভালো মা কীভাবে হবেন?

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি.

গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

৬৫/১, প্যারিদাস রোড, কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com – wafilife.com

ISBN : 978-984-29227-4-9

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com, rakib1203@gmail.com

fb.com/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ২০০/- টাকা মাত্র

Valo Ma Kivabe Hoben?

By Shamim Ahmad

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৯

প্রথম অধ্যায়

সন্তান আপনার নেয়ামত, আমানত ও ভবিষ্যৎ # ১১

এক নিঃসন্তান বোনের আকুতি.....১১
প্রাচীন সেই শিক্ষা ১৪
সন্তান প্রতিপালনে আপনার স্বপ্ন কেমন? ১৫
সন্তান নিয়ে নবী ইবরাহিম আ.-এর স্বপ্ন.....১৭
কেমন ছিল মা সাফিয়া রা.-এর স্বপ্ন?.....১৭
মহীয়সী মায়ের মহান স্বপ্ন..... ১৮
আপনি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্তানের যেসব অধিকারে সচেতন হবেন # ২২

মুদ্রার অন্য পিঠ.....২২
১. গর্ভকালীন অধিকার..... ২৪
২. দুধপানের অধিকার ও অন্যান্য ২৫
পবিত্র দুধের শক্তি.....২৬
৩. শিক্ষার অধিকার ও অন্যান্য ২৮
বায়েজিদের মায়ের দূরদর্শী শিক্ষা ২৯
এক বৃদ্ধের কান্না ও অভিযোগ..... ৩১
খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের সন্তানেরা.....৩৫

৪. ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার ৩৭
এক জাপানি মায়ের ভালোবাসা ৩৭
৫. দোয়ার অধিকার ৪০
সন্তানের জন্য দোয়া করবেন যেসব বিষয়ে ৪১
৬. বৈবাহিক জীবনের অধিকার ৪২
পাত্র-পাত্রীর উপযুক্ততা ৪৩
এক অভিজ্ঞজনের অভিব্যক্তি ৪৫
মেয়ের প্রতি মায়ের ঐতিহাসিক উপদেশ ৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

সন্তানের মানসিক বিকাশে করণীয় কিছু কাজ # ৫০

শিশুর মানসিক বিকাশে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় ৫০
সতিনের ছেলে ৫৪
সন্তান আপনার থেকে শিখবে যেসব বিষয় ৫৫
আল্লাহভীরু প্রজন্ম গড়ে তোলা ৫৬
আল্লাহর ভালোবাসা জাগানো ৫৬
আল্লাহভীতি গড়ে তোলা ৫৭
কুরআন হোক আপনার সন্তানের প্রথম অগ্রাধিকার ৫৮
নামাজ ৫৮
মাসনুন দোয়া ৫৯
পরোপকার করা ৫৯
দান ও সদকা ৬০
বড়দের সম্মান ৬০
সত্য ও সততা ৬১
সত্যবাদী বালক ৬২
আদব ও শিষ্টাচার ৬৪
ধৈর্য ও সহনশীলতা ৬৫
বিনয় ও নম্রতা ৬৮

দায়িত্বশীলতা ৭০
এক বোনের অভিব্যক্তি ৭১
উন্নত রুচি ও মূল্যবোধ ৭১
জাপানি এক মায়ের ঘটনা ৭২
এক মেয়ের অভিব্যক্তি ৭৩
উপদেশ ৭৩
যথোচিত শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ৭৫
শিশুদের একগুঁয়েমি ও জেদ ৭৯
একগুঁয়েমি কমানোর উপায় ৭৯
মোবাইল নয়, ঈমানের গল্পে আলোকিত হোক সন্তানের হৃদয় এবং তার ভবিষ্যৎ ৮০
দৈনন্দিন জীবন থেকে শিক্ষা ৮৪
ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা শিক্ষা দেওয়া ৮৪

চতুর্থ অধ্যায়

আপনিও দাঁড়াতে পারেন শ্রেষ্ঠ মায়েদের কাতারে # ৮৬

এক সাহসী মায়ের সাহসী নির্দেশ ৮৬
সন্তানের ইলমের জন্য এক ত্যাগী মা ৮৭
এক বিচক্ষণ মায়ের ত্যাগ, সতর্কতা ও প্রতিপালন ৮৭
এজন্যই তো সন্তানকে দুধপান করিয়েছি! ৮৮
এক অসাধারণ মায়ের অনন্য প্রতিপালন ৮৯
সততায় উজ্জ্বল মায়ের পবিত্র বংশ! ৯০
মায়ের সৃজনশীল প্রতিপালনে বেড়ে ওঠা পালনপুরি ৯২
ভালো মা হওয়ার কিছু সোনালি টিপস ৯৩
কৌশলী মায়ের প্রতিপালন ১০৩
বুদ্ধিমতী মায়ের প্রতিপালন ১০৫
যার কোল থেকে জাতির সূচনা ১০৬



﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾

স্মরণ করো, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে তা কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

[সুরা আলে ইমরান, ৩৫]

ভূমিকা

শিশুর প্রথম পাঠশালা হলো মায়ের কোল। জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটি বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সে এখান থেকেই প্রাপ্ত হয়। পরে এগুলো তার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেভাবেই সে তার জীবন পরিচালিত করে। ইসলামে এই পাঠশালার অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

পৃথিবীতে সন্তানের সবচেয়ে নিকটতম মানুষ তার মা। একটি শিশু যতটা বেশি তার মায়ের সঙ্গ, যত্ন ও স্নেহসান্নিধ্য পায়, অন্য কারও পক্ষে সেটা দেওয়া সম্ভব নয়। মা তার সকল সুখ, শান্তি ও স্বস্তি বিসর্জন দিয়ে হলেও সন্তানের সুখ, শান্তি ও সাফল্য নিশ্চিত করতে চান। সন্তান যেন তার কলিজার টুকরা, নয়নের মণি।

কিন্তু সকল মা কি জানেন, তার প্রিয় সন্তানের সবচেয়ে কল্যাণের পথ কোনটি? সন্তান গড়ে তোলার সঠিক পদ্ধতি কী? তাকে কীভাবে সচেতন করে তুলবেন দ্বীনের জ্ঞানাবলি সম্পর্কে? কীভাবেই-বা গড়ে তুলবেন একজন সৎ, অনুগত, বিনয়ী ও দ্বীনদার সন্তান? আর সন্তানের আসল ভবিষ্যৎ কী? কোন পথে বাস্তবায়িত হবে তার ভবিষ্যতের কল্যাণ? ইত্যাদি। এসব প্রশ্ন ও তার উত্তর সম্পর্কে একজন মায়ের সচেতন থাকা জরুরি। নতুবা তিনি কিছুতেই তার সন্তানকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত, সফল ও সার্থক করতে সক্ষম হবেন না।

সন্তান প্রতিপালনে একজন ভালো মায়ের বিকল্প নেই।

একবার এক ভদ্রলোক কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করলেন, সন্তানকে সুন্দরভাবে প্রতিপালনের জন্য কী করতে পারি?

আলেম সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বিবাহ করেছেন?

জি, আমার সন্তানও আছে। তার বয়স পাঁচ!

তবে তো আপনি বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। সন্তানের সুন্দর প্রতিপালনের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হলো, সন্তানের জন্য একজন ভালো মা নির্বাচন করা। আপনার দেরি হয়ে গেছে!

হুজুর! তবে কি আর কোনো পথ নেই?

পথ থাকবে না কেন, আপনি তো ইতিমধ্যে অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন!

হুজুর! আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। একবার বলছেন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আবার বলছেন অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি!

হুজুর বললেন, ব্যাপার হলো, সন্তানের সুন্দর প্রতিপালনের জন্য একজন ভালো মা প্রয়োজন। আপনি তো ইতিমধ্যে সন্তানের একজন মা পেয়ে গেছেন। এখন যদি আগে থেকেই তিনি ভালো থাকেন কিংবা এখন ভালো হয়ে যান, তবে তো মায়ের সাথে 'ভালোও' পেয়ে গেলেন।

আমরা যে ভালো মায়ের কথা বলছি, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ভালো হওয়ার কথা বলছি, নিছক দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। নতুবা সম্রাট নেপোলিয়ন যেমন শিক্ষিত মায়ের কামনা করেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই মা ভালো ও আদর্শ নাও হতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নিছক জন্মদান ও প্রতিপালনের কারণে কেউ আদর্শ ও ভালো মা হতে পারে না। অনেক অমুসলিম মা-ও বহু কষ্ট করে সন্তান প্রতিপালন করে, সন্তানের পার্থিব জীবনে সাফল্য আনয়ন করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি, প্রতিদান ও পুরস্কার নেই।

তারাই হবেন ভালো ও আদর্শ মা, যারা নিজেরা আল্লাহ তাআলার বিধান মেনে চলেছেন এবং সন্তানকেও সেভাবে প্রতিপালন করেছেন। সন্তানের সকল অধিকার আদায় করেছেন এবং একজন সত্যিকার মুমিন ও মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলেছেন। পুরস্কার ও প্রতিদান কেবল এসব মায়ের জন্যই!

এমন একটি বিষয়ে বই লিখব, কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে যখন মানসিক ও বস্তুগত প্রস্তুতি শুরু করলাম, তখন মনে হলো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাকতাবাতুল হাসানকে ধন্যবাদ। বিষয়টা এভাবে 'চাপিয়ে' না দিলে এ বইটি কখনো আলোর মুখ দেখত না। আল্লাহ তাআলা বড়ই মেহেরবান!

প্রথম অধ্যায়

সন্তান আপনার নেয়ামত, আমানত ও ভবিষ্যৎ

এক নিঃসন্তান বোনের আকুতি

বৈবাহিক জীবনের ১৩টি বসন্ত পার হয়েছে। আজও আমরা দুই থেকে তিন হতে পারিনি। প্রতি মাসে আশায় থাকি, হয়তো সুসংবাদ পাব, কিন্তু না। আমার আশা নিরাশায় পরিণত হয়। এখন আর হাউমাউ করে কাঁদি না। মুখ ফুটে আওয়াজ বের হয় না। দুচোখ দিয়ে নীরবে কেবল অশ্রু ঝরে। একটি সন্তানের আশায় এই ১৪ বছর কত ডাক্তার, কত ওষুধ, কত কী করেছি, কত টাকা খরচ করেছি, তার কোনো হিসাব নেই।

স্বামীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। মানুষটাকে বড্ড ভালোবাসি। ডাক্তারগণ স্বামীর রিপোর্ট দেখে বলে দিয়েছেন, নরমালি সম্ভব না। সেদিন স্বামী আমাকে বলল, তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? তোমাকে ছাড়া কীভাবে বাঁচব আমি? তবুও মা ডাক শোনার অধিকার তোমার আছে। অন্যকোথাও বিবাহ করে মা হতে চাইলে আমি বাধা দেবো না। কারণ, তোমাকে কখনো কষ্ট দিতে চাই না।

স্বামীর কথাগুলো আমার কলিজায় যেন অসংখ্য ছিদ্র করে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তাকে বলি, এটা সত্য যে আমি সন্তানের মা হতে চাই। কিন্তু তার বাবা হবেন আপনি। আপনি আমার জন্য আল্লাহর দেওয়া এক বিশেষ নেয়ামত। সন্তানের জন্য এই নেয়ামত আমি হারাতে চাই না।

এখন আমার বহু রাত কাটে নির্ঘুম, নিরালায়। এই নিঃশব্দ কান্নার দিন কি কখনো শেষ হবে? একজন নিঃসন্তান নারীর মনে বয়ে যাওয়া যন্ত্রণা বোঝার ক্ষমতা কারও নেই। প্রতিনিয়ত আমি আমার কল্পনায় আমার সন্তান ও মাতৃত্ব অনুভব করি। নিজের পাশে বিছানায় ছোট এক ফুটফুটে অবুঝ শিশুর হাত-পা নাড়িয়ে খেলার দৃশ্য আমি দেখতে পাই। কিন্তু সেটা কেবল কল্পনাতেই! বাস্তবতায় ফিরে তার কোনো অস্তিত্ব আমি দেখতে পাই না। আমার চারপাশটা ভীষণ শূন্যতায় ভরা।

বাইরের পৃথিবীতে কত মানুষের কত সন্তান দেখি। চেয়ে দেখি তাদের ছুটে চলা, হেঁটে গুটিগুটি পায়ে মায়ের দিকে এগিয়ে আসা। শুনি তাদের কত কলরোল হাসি। আধো আধো বুলি। পাখিদের মতো কেমন হৃদয়কাড়া কিচিরমিচির। কত কোমল নরম আর তুলতুলে সেসব পবিত্র শিশু। আর কী অপরূপ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মায়াময় দুটি চোখ দিয়ে আমার বুকের ভেতর হাহাকার ডেকে আনে। দরদ ও ভালোবাসার আঁচল দিয়ে এমন কোনো সোনার পুতলিকে কোলে নেওয়ার সাধ কি কোনোদিন পূরণ হবে!

হে কাবার মালিক! তুমি চাইলে এই কল্পনা একদিন বাস্তবে রূপ নিতে পারে। এই আশা বুকে নিয়েই দিনগুলো পার করি।

হে আমার প্রভু, আমি আশাবাদী। তুমি তো সেই দয়াময় রব, কুমারী মারিয়ামকে পিতা ছাড়া পুত্রের জননী করেছ। নবী ইবরাহিম ও জাকারিয়া আলাইহিমাস সালামকে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিয়েছ।

তুমি তো সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তুমি আমাকেও সন্তান দিতে সক্ষম। আমাকে এমন ভাগ্য দান করো, যেন মৃত্যুর পর আমার সন্তান আমার জন্য তোমার দরবারে মাগফেরাতের দোয়া করতে পারে। আমার জন্য হতে পারে সদকায়ে জারিয়া। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে... কেয়ামত পর্যন্ত।

দয়াময় হে রব, দোয়ার সেই ধারাটির জন্য হলেও আমাকে সন্তান দাও। আমি মা হতে চাই।

শ্রদ্ধেয়া মা, আপনার সন্তান আপনার আমানত! আপনার সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত। যদি বুঝতে চান এটি কত বড় নেয়ামত, তাহলে নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা কোনো মাকে জিজ্ঞেস করুন।

বিয়ের পর ফুরফুরে মন নিয়ে অগণিত দম্পতি চাতকের মতো অপেক্ষা করে দুটি কচি হাতের। আধো আধো বোলে ডাকবে 'মা' কিংবা 'বাবা' বলে। ছোট ছোট পা ফেলে হেঁটে বেড়াবে চারপাশ। ফোকলা দাঁতের হাসিতে উজল করে তুলবে হৃদয়ের বিশাল আকাশ। তবুও বহু বাবা-মায়ের স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যায়। একটি সন্তানের অভাবে জীবন তাদের ঊষর মরুতে পরিণত হয়।

তারা হয়তো অনেক সফল দম্পতি। আছে অনেক সহায়সম্পত্তি। নেই কোনো অভাব ও দৈন্য। তবুও তারা বিষণ্ন। সেইসাথে আছে বাইরের বহু

মানুষের সহানুভূতির খোলসে নানা আঘাত করা প্রশ্ন। একটি সফলতম জীবন উচ্ছ্বসিত হতে গিয়েও মাঝে মাঝে এভাবে থমকে দাঁড়ায়। তাদের অনেক হাসির পেছনে লুকিয়ে থাকে অন্তরের গহিনতম কান্না!

আমার এক বোন আছে। আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক ভালো একজন স্বামী দিয়েছেন। সম্পদের প্রাচুর্য দিয়েছেন। চমৎকার সব আত্মীয় দিয়েছেন। কিন্তু প্রায় এক যুগ হতে চলল, সন্তানের নেয়ামত থেকে এখনো বঞ্চিত। বিষয়টির উত্থাপন হয়তো তার কষ্টের আঁচলকে আরও নাড়িয়ে দেবে, সেই আশঙ্কায় নীরব থাকতে হয় (আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাকে নেকসন্তান দান করুন)।

> আল্লাহ তাআলা বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।
>
> [সুরা শুরা : ৪৯-৫০]

সন্তান এমনই এক নেয়ামত, নবীরা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নিকট মিনতি করে চেয়ে নিয়েছেন, হে আমার রব! আমি তো বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেলাম! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে নেকসন্তান দান করুন। আমার উত্তরাধিকারী বানান। আমাকে এভাবে একাকী ছেড়ে দেবেন না।

শ্রদ্ধেয়া মা! এবার হয়তো বুঝতে পারছেন সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কত বড় দান! এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর বড় দানগুলো খুব সহজেই দিয়ে দেন বলে আমরা অনেক সময় তার মূল্য বুঝি না। কত কোল খালি, কিন্তু আপনার কোল আলো করে এসেছে এই অসাধারণ নেয়ামত।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তাআলা সন্তান কেন দান করেছেন? তিনি দান করেছেন, কারণ তিনি এর মাধ্যমে আপনাকে পরীক্ষা করতে চান। তিনি দেখতে চান, আপনি এই আমানতের যথাযথ সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন করেন কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।
>
> [সুরা আনফাল : ২৮]

সন্তানসন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন—

এক. বান্দা সন্তান নামক এই আমানতের যথাযথ সংরক্ষণ করে কি না।

পৃথিবীর অধিকাংশ বাবা-মা এই ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন। সন্তান যে একটি আমানত, সেটাই হয়তো তারা জানেন না কিংবা মনে করেন না। অথবা এই আমানতের যথাযথ সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন তারা করেন না।

দুই. সন্তানের স্নেহ-মমতায় বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না।

এটা এমন এক পরীক্ষা, যেখানে অধিকাংশ মা-বাবাই নির্মমভাবে পরিণামহীনতার পরিচয় দেন। সন্তানের ভালোবাসায় তারা যেন অন্ধ হয়ে যান। সন্তানের পার্থিব কিছু সুখ-আনন্দের জন্য এমনসব কাজ করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। পরিণামে নিজেদের সাথে সাথে সন্তানদেরও পরকালের শাস্তির মুখোমুখি করেন।

প্রাচীন সেই শিক্ষা

সন্তানের অন্ধ ভালোবাসা যে ঈমান ধ্বংস করতে পারে, তার উদাহরণ আমরা অনেক প্রাচীন কালেও দেখতে পাই। আপনি নিশ্চয়ই মুসা ও খিজির আলাইহিমাস সালামের সেই বিখ্যাত ঘটনার কথা জানেন। নৌকা থেকে নেমে তারা সাগরের তীর ধরে হাঁটছিলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলেন, সাগরপাড়ে কিছু বালক খেলাধুলা করছে। খিজির আ. তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বালকটিকে ধরে হত্যা করে ফেললেন। মুসা আ. সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আপনি এটা কী করলেন? কোনো কারণ ছাড়া আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে এভাবে হত্যা করে ফেললেন? আপনি খুবই অন্যায় কাজ করলেন!

খিজির আ. বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম, আপনি আমার কাজে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।

মুসা আ. আবারও ক্ষমা চেয়ে বললেন, এরপর যদি আমি কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না।

এরপরও আরেকটি ঘটনা ঘটে। তবে বিদায় বেলায় খিজির আ. মুসা আ.-কে নিজের কাজগুলোর রহস্য খুলে বলেন। যেমন, বালকটিকে হত্যা করার

ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, বালকটির পিতামাতা ছিলেন ভালো ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ। কিন্তু বালকটির স্বভাবে ছিল কুফর ও পিতামাতার অবাধ্যতা। ফলে আশঙ্কা ছিল, বড় হয়ে সে কুফরি করবে এবং পিতামাতাকে কষ্ট দেবে। এদিকে সন্তানের অন্ধ ভালোবাসায় পিতামাতাও অন্যায় করতে বাধ্য হবেন। ফলে তাদের ঈমানও বিনষ্ট হবে। তাই আল্লাহ তাআলার ইশারায় খিজির আ. এই বালকটিকে হত্যা করে পিতামাতাকে বিপন্মুক্ত করেন।

সন্তানের অন্ধ ভালোবাসা অনেক পিতামাতাকে এভাবেই বিপদে ফেলে এবং বিপথে নিয়ে যায়।

শ্রদ্ধেয়া মা! আপনি কি আপনার সন্তানকে নেয়ামত মনে করেন?

আপনি কি মনে করেন, আপনার সন্তান একটি আমানত?

আপনি কি মনে করেন, আপনার সন্তান কেবল সন্তান নয়, তারা আপনার ভবিষ্যৎ সদকায়ে জারিয়া?

সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুভাবে পরীক্ষা করেন, আপনি কি এই পরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন?

সন্তান প্রতিপালনে আপনার স্বপ্ন কেমন?

হাদিসের এই বাণী হয়তো শুনেছেন, অতি অবশ্যই (মুসলিমদের হাতে) কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে। কতই-না উৎকৃষ্ট তার সেনাপতি! আর কতই-না উৎকৃষ্ট সেই সৈন্যবাহিনী।[১]

সেই কতদিন আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে সুসংবাদের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী। এতে আশাবাদী হয়ে অনেক মুসলিম খলিফা, নেতা, সেনাপতি ও বাহিনী স্বপ্ন দেখেছে এই বরকতময় বিজয়ে অংশ নিতে।

বহুদিন পর, বহু যত্নের সাথে একই স্বপ্ন বুকে ধারণ করেছিলেন সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের সম্মানিতা মা হুমা খাতুন। ফজরের নামাজের পর তিনি প্রায়ই প্রিয় পুত্র মুহাম্মাদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় দূর এক দেয়াল দেখিয়ে বলতেন, এর ওপারে আছে

১. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৮৯৭৭

অজেয় দুর্গসম সেই শহর, নাম তার কনস্টান্টিনোপল। নবীজি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, এটা মুসলিমদের হাতে বিজিত হবে। এ পর্যন্ত অনেকে চেষ্টা করেছেন... তোমার বাবাও কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু এখনো সেখানে মুসলিমদের বিজয়কেতন উড্ডীন হয়নি। আমার বড় স্বপ্ন, তুমি এই শহর জয় করবে!

ছোট মুহাম্মাদ বিস্ময় নিয়ে বলতেন, মা, এত বড় শহর আমি কীভাবে জয় করব?

মা সাহস দিয়ে বলতেন, হ্যাঁ, তুমি একে জয় করবে কুরআন দিয়ে, নেতৃত্ব দিয়ে; সুনিপুণ রণকৌশল ও মানুষের ভালোবাসা দিয়ে।

দিন যায় মাস যায়, বছর গড়ায়। ছোট মুহাম্মাদও মায়ের কনস্টান্টিনোপল জয়ের স্বপ্ন নিয়ে বড় হতে থাকেন। একে একে কেটে যায় কুড়িটি বছর। ১৪৫৩ সালে বহু কাঙ্ক্ষিত সেই বিজয় অর্জিত হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্‌বাণী বাস্তবায়িত হয় আরেক মুহাম্মাদ 'আল-ফাতিহ'-এর মাধ্যমে। আর সেইসাথে সত্য হয় সাহসী মা হুমা খাতুনের স্বপ্ন।

প্রিয় সন্তান নিয়ে সকল পিতামাতাই স্বপ্ন দেখেন। নতুন বিবাহ হয়েছে কিংবা সন্তানসম্ভবা হয়েছেন, তখন থেকেই শুরু হয় সন্তান নিয়ে হাজারো স্বপ্ন দেখা, হাজারো পরিকল্পনা। মজার বিষয় হলো, যাদের এখনো বিবাহ হয়নি, এমনকি বিয়ের বয়সেও উপনীত হয়নি এমন অনেক বালক-বালিকাও সন্তানের স্বপ্নে বিভোর হয়!

এটাই মানুষের প্রকৃতি। 'ঘুমিয়ে থাকে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের স্বপ্নগুলো হয় খুবই স্থূল, নিছক পার্থিব ভোগবিলাসে ঠাসা।

আমরা হয়তো জানিই না, সন্তানের জন্য কী স্বপ্ন দেখতে হয়, কেমন স্বপ্ন দেখা উচিত। আমাদের এসব স্বপ্ন ও পরিকল্পনায় থাকে বৈষয়িক বিভিন্ন সাফল্যের চিত্র। সন্তান হবে নামকরা প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, চাকুরিজীবী, শিল্পপতি কিংবা ধনবান প্রবাসী। অথবা চিন্তা করা হয় আরও এমন অনেক পেশা, পদ কিংবা কাজ নিয়ে, যাতে অর্জন করা যাবে অঢেল সম্পদ, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, সম্মান ও পরিচিতি। আজ সকল জায়গায় এসব নিয়েই মায়েদের যত আলোচনা। পার্থিব সাফল্যই থাকে একমাত্র লক্ষ্য। এজন্য পিতামাতার এটাও শেখা উচিত যে, সন্তান নিয়ে তাদের স্বপ্নটা কেমন হবে!

সন্তান নিয়ে নবী ইবরাহিম আ.-এর স্বপ্ন

মুসলিমজাতির পিতা ইবরাহিম আ.-এর দিকে খেয়াল করুন, তিনি তার সন্তান নিয়ে কেমন স্বপ্ন দেখেছেন! তিনি আমাদের অনুসরণীয়। সন্তান জন্মের স্বাভাবিক বয়সও পার হতে চলেছিল, তবুও এখনো তার কোনো সন্তান নেই। মনের মধ্যে সন্তানশূন্যতার হাহাকার। দয়াময় আল্লাহর দরবারে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলেন,

হে আমার রব! আমাকে নেকসন্তান দান করুন।

[সুরা সাফফাত : ৫৫]

আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আ.-কে একটি নেক ও সহনশীল পুত্রসন্তান দান করলেন। শুরু হলো সন্তান নিয়ে ইবরাহিম আ.-এর স্বপ্ন ও পরিকল্পনা। তিনি প্রথমে সন্তানপ্রাপ্তিতে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জানান। এরপর সদ্য আগত সন্তানের ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেন, সন্তান হবে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, অনুগত, তাওহিদের প্রতি অটল, হবে নামাজি। এবং সন্তান এতটাই ভালো ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে যে, সকল মানুষ তাকে ভালোবাসবে, ফলে সে তাদের ইমাম ও নেতা হবে। দুনিয়ার প্রয়োজনে তার থাকবে নিরাপদ বাসস্থান এবং জীবিকার ব্যবস্থা।

সন্তানের জন্য কত চমৎকার ছিল তার এই স্বপ্ন ও পরিকল্পনা!

কেমন ছিল মা সাফিয়া রা.-এর স্বপ্ন

আওয়াম বিন খুওয়াইলিদ যখন মারা গেলেন পুত্র যুবায়ের তখন ছোট্ট শিশু। ফলে তিনি মা সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব রা. (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু)-এর হাতে প্রতিপালিত হন।

সাফিয়া রা. পুত্রের প্রতিপালনে অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ বীর সাহসী নারী। তার সাহসের ঘটনাবলি এখনো ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, তার সন্তানও হবে ইসলামের এক অকুতোভয় বীরসেনা, হবে ইসলামের সম্প্রসারক। ফলে অল্প বয়স থেকেই তিনি তার সন্তানকে অশ্বচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। নিয়মিত তির-ধনুক চালনার অনুশীলন করাতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতামূলক যেকোনো প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় যুবায়েরকে অংশ নিতে নির্দেশ দিতেন। এমনকি এসব করতে সন্তান যদি কোনো গড়িমসি করত,

শাস্তি হিসাবে তাকে প্রহারও করতেন। এজন্য অনেকেই সাফিয়া রা.-কে তিরস্কার করত। কিন্তু তিনি সবসময় তার স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা ও পরিকল্পনায় অটল ও অবিচল ছিলেন। সন্তানকে কঠিন কঠিন কাজে নিযুক্ত করতেন, যাতে তার শরীর হয়ে ওঠে আরও মজবুত ও শক্তপোক্ত।

পরে আসলে সেটাই হয়েছিল। ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি এতটাই সাহসী ও বীরযোদ্ধা হয়ে ওঠেন যে, উমর রা. তাকে এক হাজার পুরুষের সমতুল্য গণ্য করতেন। ইয়ারমুক যুদ্ধে তার বীরত্বের কাহিনি এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

শ্রদ্ধেয়া মা, আমাদের আসল পরিচয় আমরা মুসলিম। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অনিবার্য পরকাল, অনিঃশেষ অনন্তকাল। সেখানে যে সুখ ও শান্তি পাবে, সেটা হবে তার জন্য অনন্ত ও স্থায়ী। আর সেখানে যে কষ্ট ও শাস্তি পাবে, সে হবে চিরকালের দুর্ভাগা, দুঃখী। অতএব, সন্তান নিয়ে আমাদের স্বপ্ন ও পরিকল্পনার প্রধান অংশজুড়ে থাকা চাই দ্বীন ও পরকাল। এটাই সন্তানের আসল ভবিষ্যৎ।

মহীয়সী মায়ের মহান স্বপ্ন

আমাদের ভারত উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট আলেম ও দায়ি হলেন সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.। বিশ্বজুড়ে যার কর্মের খ্যাতি ও বিস্তৃতি। তার গড়ে ওঠার পেছনেও কাজ করেছে তার মহীয়সী মায়ের অনিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন।

নদবি সাহেব বলেন, আমার জন্য আমার মায়ের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, আমার দ্বারা দ্বীন যেন শক্তিশালী হয়, ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। কখনো কখনো আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আলি! তোমার হাতে কখনো কেউ কি মুসলিম হয়েছে?

আমি বলতাম, হ্যাঁ, দুয়েকজন কালেমা পড়েছে।

তিনি বলতেন, আমার আকাঙ্ক্ষা! মানুষ তোমার হাতে দলে দলে মুসলিম হোক।

একদিন তিনি ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলছিলেন। বুকের মাঝে যেন কিছুটা অনুযোগের সুর, ইসলামের জন্য আমার আরও বেশি উৎসর্গিত হওয়া

দরকার। আমার ছোট বোন এটা দেখে বলে ওঠেন, আসলে আপনি কী চান বলুন তো? আপনি কি চান আলি নবী হয়ে যাক?

আম্মা বললেন, আমি কি জানি না যে নবুয়ত খতম হয়ে গেছে (বিধায় আর কেউ নবী হবে না)। কিন্তু আমার অন্তর চায় যে, তার হাতে যেন মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করে এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়![২]

শ্রদ্ধেয়া মা, সন্তান নিয়ে কি আপনার আদৌ কোনো স্বপ্ন আছে? স্বপ্ন না থাকা উদাসীনতার লক্ষণ।

সন্তানকে নিয়ে আপনার স্বপ্ন কেমন?

স্বপ্নের কেন্দ্রভূমিতে কাকে রেখেছেন, দ্বীন নাকি দুনিয়া?

স্বপ্ন বাস্তবায়নে আপনি কীভাবে অগ্রসর হচ্ছেন?

সন্তান নিয়ে স্বপ্ন এঁকেছিলেন মারিয়াম আ.-এর মা। তিনি যখন নিজের গর্ভ অনুভব করলেন, তখনই নিয়ত করলেন সন্তানকে তিনি আল্লাহর ঘরের সেবক বানাবেন। সারাক্ষণ আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করতে থাকেন, তিনি যেন তার গর্ভের সন্তানকে কবুল করেন।

আল্লাহ তাআলা তার সন্তানকে কবুল করলেন, উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন। তাকে বানালেন একজন সম্মানিত নবীর মা। আর সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলেন তার নাম। আমরা জানি, পুরো কুরআনুল কারিমে একজনমাত্র নারীর নাম উল্লেখ আছে, তিনি হলেন মারিয়াম আ.।

এজন্য বলি, স্বপ্ন তো সবাই দেখে। কিন্তু আপনার স্বপ্নটা যেন এমন হয়, যার বিস্তৃতি দুনিয়া ছাড়িয়ে ছুঁয়ে যাবে আরও বহুদূর অনন্তের পথ।

আপনি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন

আপনার যদি সন্তান থাকে, নিশ্চয়ই আপনি ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন, সন্তান মানে নিছক কিছু তুলতুলে স্বপ্ন আর আহ্লাদি দুরন্তপনা নয়। নির্ভাবনায় মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়ানো নয়। বরং যার কোলজুড়ে আছে সন্তান, আনন্দ-হাসির সাথে তার চারপাশ ঘিরে থাকে আরও বহু দায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

২. *আমার আম্মা*, ৫৫

সন্তানের এমন কিছু প্রাকৃতিক দায়িত্ব থাকে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মুসলিম-অমুসলিম সকল মা-ই সেগুলো কমবেশি পালন করেন এবং করতে হয়। কিন্তু একজন মুসলিম মা হিসাবে আপনার দায়িত্ব কী? আপনার প্রধানতম দায়িত্ব হলো, সন্তানকে একজন আদর্শ মুমিন ও মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলা। দুনিয়াতে তার যত দায়িত্ব ও কর্তব্য, সেগুলো সম্পর্কে সচেতন করা। এতে যেমন সে দুনিয়াতে সফল হবে, আখেরাতেও নাজাত পাবে।

আর যদি তাকে দ্বীনের ওপর গড়ে না তোলেন, আখেরাতের সেই কঠিন দিনে এই আদরের সন্তানই আল্লাহর দরবারে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলবে, আপনি তাকে দ্বীন শেখাননি। তাদের প্রকৃত দায়িত্ব আপনি পালন করেননি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষ তার পরিবারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের দায়িত্বশীল। মূলত তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর তোমরা সকলেই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩]

হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, স্ত্রীকে অর্থাৎ সন্তানের মাকে ঘরের বিষয়ে দায়িত্বশীল করা হয়েছে। এজন্য, সন্তানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে মাকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনার সন্তানের ক্ষেত্রে আপনিও দায়িত্বশীল। সুতরাং তার ব্যাপারে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিন। ইচ্ছা হলে, অবশ্যই আপনি আপনার সন্তানকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আরও বিভিন্ন হালাল পেশা ও উপার্জনের যোগ্য করে তুলতে পারেন। কিন্তু একজন মুসলিম হিসাবে তাদেরকে মুমিন ও মুসলিম বানানোও তো আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্তত সে যেন ইসলামের মৌলিক বিধানাবলি সম্পর্কে জানতে পারে ও আমল করতে পারে। তার হৃদয়জুড়ে যেন থাকে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা। শেখে যেন আদব, আখলাক ও আনুগত্য।

আর যদি এমনটা না করেন, যদি মনে করেন একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণের কারণেই সন্তানরা আপনা-আপনিই মুমিন ও মুসলিম হয়ে যাবে, তাহলে এটা হবে খুবই ভুল চিন্তা। আজ চারপাশে এমন কত মুসলমানের সন্তানকে দেখা যায়, যারা কালেমা জানে না, আল্লাহ-রাসুলের পরিচয় জানে

---

৩. *সহিহ বুখারি*, ৫২০০

না। নামাজ-রোজা সম্পর্কে জানে না। অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না, আমল তো করেই না। এ ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপও নেই। এমনটা হয়েছে কারণ, পরিবার তাদেরকে ইসলামের বিষয়ে কিছুই শেখায়নি। পিতামাতা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে হয়তো ইহুদি, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।[৪] অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি সন্তানই ইসলাম গ্রহণের ক্ষমতা ও যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার বেড়ে ওঠার সময়গুলোতে তার পিতামাতা, তার সমাজ ও পরিবেশ তাকে যে আকিদা ও বিশ্বাসে প্রতিপালিত করে তোলে, সেটাই হয়ে ওঠে তার আসল পরিচয়। হয়তো সেভাবেই সে তার জীবন পরিচালনা করে।

শ্রদ্ধেয়া মা, আপনি কি আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন?

সন্তানকে উপার্জনক্ষম করে দেওয়াই কি পিতামাতার একমাত্র দায়িত্ব?

আপনি কি কেয়ামতের সেই ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন, যেদিন পুত্র তার মাকে অস্বীকার করবে, যদি না সে দ্বীনদার হয়!

পুত্র তার মাকে দোষী ও অপরাধী সাব্যস্ত করবে, যদি না সঠিক দায়িত্ব পালন করা হয়!

একে একে দিন যায়। মাস যায়। দেখতে দেখতে বছরও গড়ায়। বড় হতে থাকে সন্তান। আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে আমাদের উদাসীনতা, অসচেতনতা ও অপরিণামদর্শিতা। কেমন সব বিশৃঙ্খল ও হাঙ্গামার মাঝে বয়ে যেতে থাকে আমাদের জীবন। অথচ ক্রমেই এগিয়ে আসছে সেই কঠিন, কঠোর, ভয়াবহ দিন, যেদিন আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আপনি কি আপনার সন্তানের সঠিক দায়িত্বটি পালন করেছেন?

---

৪. *সহিহ বুখারি*, ১৩৮৫